সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১।	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	০৭ টি	০৫ টি	০২ টি	০০ টি	০৪ টি	০৪ টি	১৬.৬৭%-১৫০%	০১ টি	৩০.৩৪%

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ** ০৭ টি

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ**

প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল
এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য ৬টি বিভাগে ৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন	৬১১৩.৪৩	জানুয়ারি ২০০৬ হতে জুন ২০১৩
শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল বিশেষায়িত হাসপাতাল এন্ড নার্সিং কলেজ নির্মাণ (১ম পর্যায়)	১৮৯০৫.৭৫	জানুয়ারি ২০১০ হতে জুন, ২০১৩
সাপোর্ট সার্ভিসেস প্রোগ্রাম ফর সোসালি ডিজএডভান্টেইজড ওমেন এন্ড গার্লস	৫৬৫.৪৩	জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩
সাপোর্ট সার্ভিস ফর ভালনারেবল গ্রুপ	১৯৭৭.৪১	ডিসেম্বর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩
এস্টাবলিশিং অফ ডিবিকেপি কমিউনিট হসপিটাল এন্ড ভোকেশনাল ট্রেইনিং সেন্টার ফর ভালনারেবল স্লাম ডুয়েলার্স	১১৭৬.১৫	জানুয়ারি, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩
এস্টাবলিশমেন্ট অব লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন ইউনিট ইন বাংলাদেশ ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন (বিএডিএস)	১৫৭৪.৬২	জানুয়ারি ২০১২ হতে জুন ২০১৩
Implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)	১৫২.৫৫	জানুয়ারি, ২০১২ হতে জুন, ২০১৩

৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**

প্রকল্পের নাম	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য ৬টি বিভাগে ৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন	প্রকল্পের নির্মাণ কাজের প্লিন্থ এরিয়া বৃদ্ধি পাওয়া, কোন কোন কেন্দ্রে ভূমি নীচু থাকায় ভূমি উন্নয়ন, কোন কোন কেন্দ্রে ফাউন্ডেশনসহ নির্মাণ কাজের জন্য পাইলিং-এর প্রয়োজন হওয়ায় নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধি, পিডব্লিউডি'র রেট সিডিউল ২০০৪ এর পরিবর্তে ২০০৬ অনুসরণ করা। তাছাড়া প্রকল্প পরিচালকের বেতন-ভাতা অন্তর্ভুক্তকরণ, গভীর নলকূপ, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, কালভার্ট নির্মাণ, ড্রেন স্থাপন, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি ক্রয় ইত্যাদি নতুন অংগ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় প্রকল্প সংশোধন ও ব্যয় বৃদ্ধি পায়।
শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল বিশেষায়িত হাসপাতাল এন্ড নার্সিং কলেজ নির্মাণ (১ম পর্যায়)	প্রকল্পের আওতায় হাসপাতালের ছাদের উপযোগিতা বৃদ্ধি, কারিগরি ও স্থাপত্য দিক বিবেচনায় মূল প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা ৭১.৭৪ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত প্রয়োজন হয়। বাস্তব কারণে হাসপাতাল ভবনের 'বেসমেন্ট' ও সংলগ্ন ভবনসমূহের গাড়ি নির্বিঘ্নে প্রবেশ ও ব্যক্তি গমনের জন্য র‍্যাম্প নির্মাণ করা এবং এ খাতে ২৬৮.৭৮ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হয়। প্রকল্প এলাকা ওয়াসা কর্তৃপক্ষের এলাকা বহির্ভূত হওয়ায় হাসপাতালসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনার জরুরি পানির চাহিদা পূরণের জন্য একটি অতিরিক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। এ জন্য অতিরিক্ত ৩৫.৯৩ লক্ষ টাকা নির্মাণ খাত হতে নির্বাহ করা হয়। প্রশাসনিক ভবন, ছাত্র হোস্টেল, আবাসিক ভবন (অফিসার), ডাক্তার ও নার্স ডরমিটরি, বৃষ্টির পানি পরিশোধন, বাহ্যিক বৈদ্যুতিক কাজ ও Electro Mechanical Component খাতসমূহে ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় সময় বৃদ্ধি করা হয়।
সাপোর্ট সার্ভিসেস প্রোগ্রাম ফর সোসালি ডিজএডভান্টেইজড ওমেন এন্ড গার্লস	প্রকল্পে বি-বাড়ীয়া জেলাকে প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা; যাতায়াত খরচ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়, প্রকল্প মনিটরিংয়ের উদ্দেশ্যে প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প কর্তৃপক্ষের ভ্রমণ ভাতার ব্যয় একই বাজেট খাতে অন্তর্ভুক্ত করা; প্রকল্প কর্তৃপক্ষের জন্য দৈনিক ভাড়ার ভিত্তিতে যানবাহনের পরিবর্তে বাৎসরিক ভিত্তিতে যানবাহনের ব্যবস্থা রাখা; বাস্তবতার চাহিদার নিরিখে ২টি কম্পিউটারের পরিবর্তে ৬টি

প্রকল্পের নাম	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
	কেন্দ্রের জন্য ৬টি কম্পিউটারসহ মোট ৮টি কম্পিউটার, ৯টি মডেম ও ৩টি ল্যাপটপ ক্রয়ের সংস্থান রাখা; প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ের জন্য আসবাবপত্রের সংস্থান রাখার জন্য প্রকল্প সংশোধন করা হয়।
এস্টাবলিশমেন্ট অব লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন ইউনিট ইন বাংলাদেশ ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন (বিএডিএস)	অনুমোদিত প্রকল্পে সংস্থানকৃত যন্ত্রপাতি ক্রয়ে বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্পের যাবতীয় কার্যাবলী নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি বিধায় প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

৪। **সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ**

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
১) **বিলম্বে পিসিআর প্রেরণঃ** আইএমইডি'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর সাড়ে তিন মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা থাকলেও কয়েকটি প্রকল্পের পিসিআর বিলম্বে পাওয়া যায়, যা সম্পূর্ণ অনাকাঙ্খিত এবং এত দেরিতে পিসিআর প্রেরণ যে কোন প্রকল্প সঠিকভাবে মূল্যায়নের অন্তরায়।	১) বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ মোটেই কাম্য নয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে ভবিষ্যতে যথাসময়ে পিসিআর প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।
২) **ফলো-আপ কার্যক্রম না থাকাঃ** সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের বিদ্যমান ৬টি জেলায় (কুষ্টিয়া, বগুড়া, বরিশাল, ফরিদপুর, বি-বাড়ীয়া, সিলেট) পরিচালিত সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কার্যক্রমকে সহায়তা/শক্তিশালী করা ও কেন্দ্রগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করাই ছিল এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে কেন্দ্রগুলোতে বিভিন্ন আসবাবপত্র, প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে এবং প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের মধ্যে ৬৯ জন (সিলেট জেলায় ৮ জন) Inmate'কে (কেন্দ্রে আশ্রিত) এককালীন ৪৫,০০০/= টাকা প্রদান করা হয়েছে। যাতে তারা নিজের এলাকায় গিয়ে যে কোন Income Generating Activity (IGA) এর মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে পারে। তবে এসব সুবিধাভোগীদের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব না হওয়ায় (কেন্দ্রে কোন মোবাইল নম্বর সংরক্ষিত না থাকায়) তাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়নি। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় কোন ফলো-আপ কার্যক্রম না থাকায় কেন্দ্র থেকেও এসব উপকারভোগীদের কোন ফলো-আপ করা হয়নি বা করা হচ্ছে না, যার ফলে এ ধরনের কার্যক্রম কতটুকু Effective এবং Sustainable হয়েছে তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি;	২) সমাজের অবহেলিত, বিপথগামী (বিভিন্ন অসামাজিক কাজে লিপ্ত), হারিয়ে যাওয়া নারীদেরকে আশ্রয় ও প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত দেশের ৬টি জেলায় (কুষ্টিয়া, বগুড়া, বরিশাল, ফরিদপুর, বি-বাড়ীয়া, সিলেট) পরিচালিত সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রিত নারীদের প্রশিক্ষণ পরবর্তী অবস্থা মূল্যায়ন বা Tracking এর লক্ষ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে মোবাইল ফোন নম্বর, আবাসিক ঠিকানা প্রতি কেন্দ্রে সংরক্ষণ করতে হবে এবং কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ পরবর্তী অবস্থা ফলো-আপ করার উদ্যোগ নিতে হবে।
৩) **বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান সংক্রান্তঃ** বেসরকারি খাতে গৃহীত প্রকল্পে সরকারি সাহায্য প্রদানের সর্বশেষ নীতিমালা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হাসপাতালসমূহে কমপক্ষে ৩০% দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য নির্দেশনা রয়েছে। এটি আলোচ্য প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান সংক্রান্ত কোন কর্মপরিকল্পনা/নীতিমালা প্রণয়ন করেনি। এছাড়া, বিষয়টি সাধারণ জনগণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে হাসপাতাল ভবনের সন্মুখে সাইনবোর্ড/সিটিজেন চার্টার স্থাপন করা হলেও তা দৃষ্টিগোচরযোগ্য নয়। অধিকন্তু, বিনামূল্যে সেবাপ্রাপ্ত রোগীদের জন্য টিকিট বা পৃথক রেজিষ্ট্রারের ব্যবস্থা নেই। তবে পরিদর্শনকালে সাধারণ রেজিষ্ট্রার হতে বিনামূল্যে সেবাপ্রাপ্ত রোগীদের তালিকা চিহ্নিত করা হয়েছে।	৩) হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ হাসপাতালের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দাতব্য কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট থাকবে। অধিকন্তু পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত হাসপাতালসমূহ কর্তৃক স্বল্পমূল্যে/বিনামূল্যে দাতব্য চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়নসহ মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।
৪) **প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না হওয়াঃ** প্রকল্পটি জুন, ২০১৩ এ সমাপ্ত হলেও ০২/১২/২০১৪ তারিখে প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের সময় দেখা যায় যে, প্রকল্পের নির্মাণ কাজের অন্তর্ভুক্ত কাজগুলো এখনও সম্পন্ন হয়নি। যেমন- যন্ত্রপাতিগুলো এখনো স্থাপন করা হয়নি; সেন্ট্রাল এসি চালু করা হয়নি; পাম্প মটর স্থাপন করা হয়নি; ফলস্ সিলিং, ফ্লোর ম্যাট ও টাইলস্ স্থাপন করা সম্পন্ন হয়নি; সাউন্ড সিস্টেম চালু করা সম্ভব হয়নি।	৪) প্রকল্পের নির্মাণ কাজ অতি দ্রুত সম্পন্ন করে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত সকল যন্ত্রপাতি স্থাপন করে লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন ইউনিটটি দ্রুত চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে
৫) Omni Retractor **যন্ত্র ক্রয় না করাঃ** লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র হচ্ছে Omni Retractor. এটি লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের সময় লিভারের দুই পাশের Organ গুলো ধরে রাখার কাজে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু দরপত্রে দরদাতাগণ কর্তৃক যন্ত্রটির প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা তিনগুণ বেশি দর	৫) লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ Omni Retractor যন্ত্রটি প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক ক্রয়ের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে নিশ্চিত করতে হবে

সমস্যাসমূহ	সুপারিশসমূহ
প্রস্তাব করায় যন্ত্রটি ক্রয় করা সম্ভব হয়নি। তবে লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন ইউনিটটি চালু হওয়ার সময় প্রত্যাশী সংস্থা নিজস্ব অর্থায়নে Omni Retractor যন্ত্রটি ক্রয় করবে বলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছে;	
৬) ***জনবল নিয়োগ সম্পন্ন না হওয়ায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পুরোপুরিভাবে চালু করতে সক্ষম না হওয়াঃ*** প্রকল্পের আওতায় মোট ৯টি ট্রেডে (মেকানিক্যাল ও ওয়েলডিং, দর্জি বিজ্ঞান, এমব্রয়ডারী ও উলবুনন, কাঠের কাজ, কম্পিউটার, বেইল কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক্স এন্ড ইলেকট্রিক্যাল, অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ, হাঁস-মুরগী পালন) প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী সকল প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সৃজনকৃত ৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য বিভিন্ন ধরনের ১৫৮ জন (কর্মকর্তা, কর্মচারী, প্রশিক্ষক, নার্স, সহায়ক জনবল) নিয়োগ সম্পন্ন করতে সক্ষম না হওয়া কেন্দ্রগুলোতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পুরোপুরিভাবে চালু করা সম্ভব হয়নি। ফলে যন্ত্রপাতিগুলো অব্যবহৃত পড়ে আছে। মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় পরিদর্শনের সময় জানা যায় যে, এখানে সীমিত আকারে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে। কিন্তু প্রশিক্ষকের অভাবে অন্যান্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হচ্ছে না।	৬) এতিম ও প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে গৃহীত সরকারের এই পদক্ষেপ যেন প্রয়োজনীয় সহযোগীতাসহ দীর্ঘ মেয়াদে বজায় থাকে এবং প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনগুলোর যাতে সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় অর্থাৎ কেন্দ্রগুলোতে আরডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

"এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য ৬টি বিভাগে ৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (সংশোধিত)" শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)

১.০ প্রকল্পের অবস্থান : মাদারীপুর (শিবচর), কুমিল্লা (দাউদকান্দি), বগুড়া (শিবগঞ্জ), সাতক্ষীরা (আশাশুনি), পটুয়াখালী (সদর), মৌলভীবাজার (সদর)।

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : সমাজসেবা অধিদপ্তর

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট জিওবি (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট জিওবি (প্রঃসাঃ)	মোট জিওবি (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৪৬৯০.৫০ ৪৬৯০.৫০ (-)	৬৬৭৬.১৬ ৬৬৭৬.১৬ (-)	৬১১৩.৪৩ ৬১১৩.৪৩ (-)	জানুয়ারি ২০০৬ হতে ডিসেম্বর ২০০৮	জানুয়ারি ২০০৬ হতে জুন ২০১৩	জানুয়ারি ২০০৬ হতে জুন ২০১৩	১৪২২.৯৩ (৩০.৩৪%)	৪ বছর ৬ মাস (১৫০%)

৫.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১।	কর্মচারীদের বেতন	জন	১৪.৩৫	৩	১৪.২৮	২
২।	ভাতাদি	জন	১.৪০	৩	০.৯১	২
৩।	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১৬৫.১০	-	৫৪.৫৫	-
৪।	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়	একর	৪৫.১০	৪.২৩	৪৫.১০	৪.২৩
৫।	নির্মাণ ও পূর্ত	বঃমিঃ	৫১০১.৬২	৩০০৮৪.৫৯	৪৯৭০.০৪	৩০০৮৪.৫৯
৬।	মেশিনারি ও যন্ত্রপাতি	সেট	৮৯৫.০০	১৯৮৯	৮০৯.৩৪	১৯৮৯
৭।	আসবাবপত্র	সেট	**৪৪৪.২৯**	৫৭৮২	**২০৯.৯১**	৫৭৮২
৮।	যানবাহন (৬টি মটর সাইকেল ও ৬টি সাইকেল)	সংখ্যা	**৯.৩০**	১২	**৯.৩০**	১২
	মোটঃ	**-**	**৬৬৭৬.১৬**		**৬১১৩.৪৩**	**-**

৬.০ কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ পটভূমিঃ

বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০% লোক কোন না কোনভাবে প্রতিবন্ধী এবং প্রায় ৮% ছেলে-মেয়ে এতিম। সরকারিভাবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের সাধারণ শিক্ষা প্রদানের জন্য ৭টি বধির স্কুল, ৫টি অন্ধ স্কুল, ৬৪ জেলায় ৬৪টি সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা স্কুল ও একটি মানসিক প্রতিবন্ধী স্কুল পরিচালনা করে আসছে। এছাড়া দেশের এতিম ছেলে-মেয়েদের জন্য ৭৬টি শিশু সদন ও শিশু পরিবার চালু রয়েছে। বেসরকারিভাবেও প্রতিবন্ধী ও এতিমদের জন্য বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের জন্য টংগীতে

১৯৮২-৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত "শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক পুনর্বাসন কেন্দ্র (ইআরসিপিএইচ)" ব্যতীত তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি বা প্রতিষ্ঠান নেই। এতিমদের জন্য শিশু পরিবার/সদনসমূহে সীমিত পরিসরে কারিগরি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই নগণ্য ও নিম্ন মানের। ফলে এতিম ও প্রতিবন্ধীরা নির্ধারিত বয়স পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা ও নামমাত্র কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর সরকারি অন্ধ বিদ্যালয়, বধির স্কুল ও শিশু পরিবার/সদন থেকে বের হয়ে কর্মসংস্থান বা পুনর্বাসিত হওয়ার কোন সুযোগ পায় না। শারীরিক বিকলাংগদের বেলায়ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবে একই অবস্থা। কিন্তু এতিম ও প্রতিবন্ধীরা উপযোগী কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন হওয়ার সুযোগ পেলে তারা সমাজ বা পরিবারের বোঝা ও করুণার পাত্র না হয়ে নিজেরা স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম। সমাজের এতিম ও প্রতিবন্ধীদের উৎপাদনক্ষম/ কর্মক্ষম নাগরিকে পরিণত করাকে বাংলাদেশ সরকার দেশের উন্নয়নের একটি অন্যতম সূচক হিসেবে বিবেচনা করে আসছে। এতিম ও প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন/কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.২ <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ</u>

ক) প্রতিবন্ধীদের জন্য ২টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র {কুমিল্লা (দাউদকান্দি) ও মাদারীপুর (শিবচর)} এবং এতিমদের জন্য ৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র {বগুড়া (শিবগঞ্জ), সাতক্ষীরা (আশাশুনি), পটুয়াখালী (সদর), মৌলভীবাজার (সদর)} প্রতিষ্ঠা করা;
খ) ৬টি কারিগরি কেন্দ্রে অবকাঠামোগত সুযোগ/সুবিধা তৈরি করা;
গ) দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রের আলোকে এতিম ও প্রতিবন্ধীদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাদেরকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
ঘ) উৎপাদনশীল কার্যক্রম পরিচালনা করা; এবং
ঙ) এতিম ও প্রতিবন্ধীদেরকে পুনর্বাসন করা।

৮.০ <u>প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ</u>

প্রকল্পটির পিসিপি'র উপর ১৩/০৪/২০০৫ তারিখে ও ১৮/১২/২০০৫ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভাদ্বয়ের সুপারিশের আলোকে প্রকল্পটির পুনর্গঠিত ডিপিপি জানুয়ারি ২০০৬ থেকে ডিসেম্বর ২০০৮ মেয়াদে মোট ৪৬৯০.৫০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য ২২/০২/২০০৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৮.১ <u>১ম সংশোধনঃ</u> প্রকল্পের নির্মাণ কাজের প্লিন্থ এরিয়া বৃদ্ধি পাওয়া, কোন কোন কেন্দ্রে ভূমি নীচু থাকায় ভূমি উন্নয়ন, কোন কোন কেন্দ্রে ফাউন্ডেশনসহ নির্মাণ কাজের জন্য পাইলিং-এর প্রয়োজন হওয়ায় নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধি, পিডব্লিউডি'র রেট সিডিউল ২০০৪ এর পরিবর্তে ২০০৬ অনুসরণ করা। তাছাড়া প্রকল্প পরিচালকের বেতন-ভাতা অন্তর্ভুক্তকরণ, গভীর নলকূপ, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, কালভার্ট নির্মাণ, ড্রেন স্থাপন, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি ক্রয় ইত্যাদি নতুন অংগ আরডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পটি ১ম বার সংশোধন করা হয়। ২৬/০১/২০০৯ তারিখে সংশোধিত ডিপিপি'র উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংশোধিত ডিপিপি ৬৬৭৬.১৬ লক্ষ টাকায় জানুয়ারি ২০০৬ থেকে জুন ২০১১ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২৯/১২/২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৮.২ <u>আন্তঃখাত সমন্বয়ঃ</u> ২০০৫ সালের বাজার দর অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত ডিপিপি'তে সংস্থানকৃত অর্থে মেশিনারী যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্র ক্রয় করা সম্ভব না হওয়ায় প্রকল্পের ৬টি কেন্দ্রে নির্মাণ ও পূর্ত খাতে সাশ্রয়কৃত ৩৪০.৪৯ লক্ষ টাকা মেশিনারী যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র খাতে এবং জনবলের ভাতা খাতে সংস্থানকৃত অর্থ জনবলের বেতন খাতে সমন্বয়ের মাধ্যমে ২০/০৫/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটির আন্তঃখাত সমন্বয় করা হয়। উল্লেখ্য, প্রকল্পটির আরডিপিপি ২৯/১২/২০০৯ তারিখে অনুমোদিত হলেও সে সময় মেশিনারী যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়নি।

৮.৩ <u>ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধিঃ</u> নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ম বার মেয়াদ জানুয়ারি ২০০৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ২য় বার মেয়াদ জানুয়ারি ২০০৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ৩য় বার মেয়াদ জানুয়ারি ২০০৬ থেকে জুন ২০১৩ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

৯.০ <u>প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ</u>

প্রকল্পের শুরু থেকে সমাজসেবা অধিদপ্তরের পরিচালক (কার্যক্রম) বিভিন্ন মেয়াদে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেনঃ

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	যোগদানের তারিখ	বদলির তারিখ
০১	জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান	০১/০১/২০০৬	২১/১২/২০০৮

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	যোগদানের তারিখ	বদলির তারিখ
	পরিচালক (কর্মসূচি)		
০২	জনাব এ.বি.এম. আরশাদ হোসেন পরিচালক (কর্মসূচি)	১০/০২/২০০৯	২৩/০৩/২০০৯
০৩	জনাব এম. এম. সুলতান মাহমুদ পরিচালক (কর্মসূচি)	২৩/০৩/২০০৯	০৭/০৫/২০০৯
০৪	জনাব মোঃ নুরুল আমিন উপ-সচিব (প্রতিষ্ঠান)	০৭/০৫/২০০৯	২৯/০৬/২০০৯
০৫	জনাব মোঃ শাহাদাৎ হোসেন পরিচালক (কর্মসূচি)/উপ-সচিব	২৯/০৬/২০০৯	১৬/০৮/২০১১
০৬	জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন পরিচালক (কর্মসূচি)/উপ-সচিব	১২/১০/২০১১	সমাপ্তি পর্যন্ত

১০.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে আইএমইডি কর্তৃক ০১/১১/২০১৪ তারিখে মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় মাদারীপুর জেলার গণপূর্ত বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী ও শিবচর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা এবং কেন্দ্রের মহাব্যবস্থাপক (সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তা) উপস্থিত ছিলেন। সরেজমিনে পরিদর্শন, পিসিআর-এ প্রাপ্ত তথ্য এবং প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে প্রকল্পের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংগের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে বর্ণিত হলঃ

১০.১ জনবলের বেতন-ভাতাঃ প্রকল্পের আওতায় ৩ জন জনবল (কম্পিউটার অপারেটর, হিসাবরক্ষক ও এমএলএসএস) এর বেতন-ভাতা বাবদ আরডিপিপিতে ১৫.৭৫ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। কিন্তু প্রকল্পের আওতায় হিসাবরক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব না হওয়ায় কম্পিউটার অপারেটর ও এমএলএসএস-এর বেতন-ভাতা বাবদ ১৫.১৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

১০.২ মেশিনারী যন্ত্রপাতিঃ প্রকল্পের আওতায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বিভিন্ন ট্রেডের (মেকানিক্যাল ও ওয়েলডিং, দর্জি বিজ্ঞান, এমব্রয়ডারী ও উলবুনন, কাঠের কাজ, কম্পিউটার, বেইল কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক্স এন্ড ইলেকট্রিক্যাল, অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ, হাঁস-মুরগী পালন) প্রশিক্ষণ উপকরণ ক্রয় বাবদ আরডিপিপি'তে সংস্থানকৃত ৮৯৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৮০৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। শুধু প্রতিবন্ধীদের জন্য নির্মিত ২টি কেন্দ্রে (শিবচর ও দাউদকান্দি) "বেইল কম্পিউটার" নামে অতিরিক্ত ট্রেড রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, মাদারীপুর জেলার শিবচর কেন্দ্রটি পরিদর্শনের সময় দেখা যায়, সেখানে ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী সকল ইক্যুইপমেন্ট সরবরাহ করা হয়েছে এবং ইক্যুইপমেন্টগুলোর তালিকা কেন্দ্রের রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করা আছে। সরবরাহকৃত ইক্যুইপমেন্টগুলো মানসম্মত মনে হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু না হওয়ায় (জনবল নিয়োগ সম্পন্ন না হওয়ায়) ইক্যুইপমেন্টগুলো অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। তবে কেন্দ্রটিতে স্বল্প পরিসরে কম্পিউটার হার্ডওয়ারের উপর প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে।

চিত্র নং ১ ও ২: শিবচর কেন্দ্রে সরবাহকৃত যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে

১০.৩ **আসবাবপত্রঃ** প্রকল্পের আওতায় ৬টি কেন্দ্রের (প্রতি কেন্দ্রে ১০০ জন করে) প্রশিক্ষণার্থীর জন্য খাট, আলনা, তোষক, লেপ, কিচেন উপকরণ, একাডেমিক ভবনের আসবাবপত্র সরবরাহ, প্রশাসনিক ভবনের আসবাবপত্র ইত্যাদি সরবরাহ বাবদ আরডিপিপিতে ৪৪৪.২৯ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ২০৯.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। উল্লেখ্য, মাদারীপুর জেলার শিবচর কেন্দ্রটি পরিদর্শনের সময় দেখা যায় যে, এখানকার সকল আসবাবপত্র মানসম্মত (HATIL ব্র্যান্ডের)।

চিত্র নং ৩: শিবচর কেন্দ্রে সরবরাহকৃত আসবাবপত্র

চিত্র নং ৪: প্রতিবন্ধীদের আবাসনের জন্য ব্যবহৃত একটি কক্ষ

১০.৪ **পূর্ত নির্মাণঃ** প্রকল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংগ নির্মাণ খাতের আওতায় একাডেমিক ভবন-১ (২য় তলা), একাডেমিক ভবন-২ (টিনসেড), প্রশাসনিক ভবন (২য় তলা), ডরমিটরী (২য় তলা), ৪ তলা বিশিষ্ট স্টাফ কোয়ার্টার- প্রতি ইউনিট ১০০০ বর্গফুট বিশিষ্ট, ৪ তলা বিশিষ্ট ২টি স্টাফ কোয়ার্টার (প্রতি ইউনিট ৮০০ বর্গফুট) নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মাণ বাবদ আরডিপিপি সংস্থানকৃত ৫১০১.৬২ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৪৯৭০.০৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় অবস্থিত কেন্দ্রটির ৪ তলা বিশিষ্ট স্টাফ কোয়ার্টারে (কেন্দ্রের মহাব্যবস্থাপকসহ ৪ জন) বসবাস করার ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে শুধু উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা বসবাস করছেন, একাডেমিক ভবন-১ এর ২য় তলার ১টি কক্ষ কম্পিউটার হার্ডওয়ারের প্রশিক্ষণ এবং আবাসিক ১টি ডরমিটরী ভবনের কয়েকটি কক্ষ ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করতে না পারায় ভবনগুলো পুরোপুরি ব্যবহৃত হচ্ছে না। ভবনগুলোর নির্মাণ কাজ বাহ্যিক দৃষ্টিতে সন্তোষজনক মনে হয়েছে। তবে কয়েকটি ভবনের (একাডেমিক ভবন ও ডরমিটরী ভবন) কিছু কিছু জায়গায় নীচ দিকে প্লাস্টার খসে পড়েছে। এ বিষয়ে গণপূর্ত বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী জানান, লবণাক্ত পানির কারণে প্লাস্টারে কিছু সমস্যা হয়েছে। এছাড়াও ডরমিটরী ভবনের কিচেনের দেয়ালে ফাটল পরিলক্ষিত হয়েছে। গণপূর্ত বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী জানান, এটি প্লাস্টারের ফাটল, গণপূর্ত বিভাগ প্লাস্টারের যথাযথ সংস্কার করবে।

১১.০ **এতিম ও প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শিবচর, মাদারীপুরঃ** শিবচর উপজেলায় ১.৭৮ একর জমির উপর এ প্রকল্পের আওতায় প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণের জন্য নির্মিত এ কেন্দ্রটি ১২/১১/২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করেন। কিন্তু প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয় ১৯/০৯/২০১৪ তারিখে এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয় ২২/০৯/২০১৪ তারিখে। কেন্দ্রটিতে মোট আসন সংখ্যা ১০০টি। পরিদর্শনের দিন পর্যন্ত কেন্দ্রে মোট ২৯ জন প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি হয়েছে। কেন্দ্রে সংস্থানকৃত জনবল সংখ্যা মোট ২৬ জন। বর্তমানে কর্মরত আছে ৮ জন (স্টোর কিপার, দর্জি বিজ্ঞান প্রশিক্ষক, কম্পিউটার প্রশিক্ষক, গার্ড)। একজন নার্স যোগদান করার পর চলে গেছেন। উল্লেখ্য, শিবচর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে বর্তমানে এ কেন্দ্রের মহাব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করছেন। এ কেন্দ্রে ১১ জন কর্মচারী আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে নিয়োগ করা হলেও মাত্র ৪ জন গার্ড বর্তমানে নিয়োজিত রয়েছেন। উক্ত কেন্দ্রে ৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে স্বল্প পরিসরে দর্জি বিজ্ঞান ও কম্পিউটার ট্রেডে প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। কেন্দ্রের কয়েকটি ভবনের নির্মাণ ও ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপঃ

চিত্র নং ৫: প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শিবচর, মাদারীপুর

১১.১ **একাডেমিক ভবন-১ (২য় তলা) নির্মাণঃ** শিবচর কেন্দ্রের এ ভবনটি নির্মাণের জন্য আরডিপিপিতে ১৭৫.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ১৩৯.১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। সিভিল, স্যানিটারী ও বৈদ্যুতিক কাজের দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণ করা হয় ১৭৫.০৭ লক্ষ টাকা। ভবনটি নির্মাণের জন্য দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় ২৯/০৩/২০০৭ তারিখে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। মোট ৪টি দরপত্র জমা পড়ে। তন্মধ্যে ২টি রেসপনসিভ ও ২টি নন-রেসপনসিভ। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ২৬/০৯/২০০৭ তারিখে সভা আহবান করে এস.এস. ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনস্ট্রাকশন লিঃ এর দর সর্বনিম্ন হওয়ায় তাকে NOA প্রদানের জন্য সুপারিশ করে। ২৭/০৯/২০০৭ তারিখে ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয় এবং উক্ত দিনে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ভবনটির নির্মাণ কাজ শুরু হয় ২৯/০৯/২০০৭ তারিখে। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ ছিল ২৭/০৯/২০০৮। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাজ সমাপ্ত হয় ৩০/০৪/২০১২ তারিখে। ভবনটির নীচতলায় লেদ মেশিন ওয়ার্কশপ, অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ, কম্পিউটারাইজড উডেন ওয়ার্কশপ ও ১টি স্টোর রুম রয়েছে। ২য় তলার কক্ষগুলোতে সেলাই মেশিন, এমব্রয়ডারী, কম্পিউটার, বিনোদনের জন্য তবলা, মাইক ইত্যাদি সংরক্ষণ করা আছে।

চিত্র নং ৬: শিবচর কেন্দ্রে নির্মিত একাডেমিক ভবন-১

১১.২ **একডেমিক ভবন-২ (টিনসেড):** ভবনটি নির্মাণের জন্য ১৪.১২ লক্ষ টাকার আরডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ১৪.১১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ভবনটির নির্মাণ কাজ শুরু হয় ৩১/০৫/২০০৯ তারিখে এবং কাজ শেষ হয় ১৮/০৮/২০০৯ তারিখে। এ ভবনটিতে হাঁস-মুরগী পালন প্রশিক্ষণের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। ট্রেড প্রশিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় এবং এ ট্রেডে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি না হওয়ায় ভবনটিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হচ্ছে না।

১১.৩ **<u>প্রশাসনিক ভবনঃ</u>** ভবনটির নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১২/০৭/২০০৭ তারিখে এবং ১১/০৭/২০০৮ তারিখে নির্মাণ কাজ শেষ হয়। ভবনটি নির্মাণে ৭৫.০০ লক্ষ টাকা আরডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ৭৪.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ভবনটির নীচতলায় সম্মেলন কক্ষ এবং ২য় তলায় কেন্দ্রের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিস করা হয়েছে।

চিত্র নং ৭ : নির্মিত প্রশাসনিক ভবন

১১.৪ **<u>হোস্টেল ভবনঃ</u>** শিবচর কেন্দ্রে প্রশিক্ষণরত প্রতিবন্ধীদের আবাসনের জন্য ২য় তলা বিশিষ্ট ২টি ডরমিটরী (প্রতিটি ৫০ শয্যা করে) ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। হোস্টেল নির্মাণের জন্য ৩৯০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ২৩৯.৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয় ২৭/০৯/২০০৭ তারিখে এবং কাজ সমাপ্ত হয় ২৮/০৬/২০১৩ তারিখে। হোস্টেল দুটির নীচ তলায় আলাদা ডাইনিং কক্ষ, হোস্টেল সুপারের কক্ষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। হোস্টেল দুটিতে একটিতে ছেলে ও অন্যটিতে মেয়েদের জন্য আলাদা বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ডরমিটরী দুটিতে খাট, আলনা, মশারী, লেপ, তোষক সরবরাহ করা হয়েছে। পরিদর্শনের সময় ডরমিটরীতে মোট ১৫ জন প্রতিবন্ধীকে সুশৃংখলাভাবে বসবাস করতে দেখা গেছে। হোস্টেলে বসবাসরত মোঃ ফরহাদ, শাকিল ও মাসুদের সাথে আলাপ করে জানা যায়, তারা এখানে খুব ভাল আছে, থাকা-খাওয়ায় কোন অসুবিধা হচ্ছে না। ফরহাদ কম্পিউটার শিখে এবং শাকিল ও মাসুদ সেলাই কাজ শিখছে। হোষ্টেল ভবনের নীচতলার ডাইনিং-এর একটি দেয়ালের কিছু অংশের প্লাস্টারে ফাটল দেখা গেছে।

১১.৫ **<u>স্টাফ কোয়ার্টার (প্রতি ফ্লোর ১০০০ বর্গফুট):</u>** কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার, সহকারী জেনারেল ম্যানেজার ও কম্পিউটার প্রশিক্ষকদের আবাসনের জন্য ৪ তলা বিশিষ্ট স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত কোয়ার্টারে ১ জন কর্মকর্তা (উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মহাব্যবস্থাপকের দায়িত্বে নিয়োজিত) বসবাস করছেন। এ খাতে ৭১.৬৮ লক্ষ টাকা আরডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ৬৩.৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ভবনটির নির্মাণ কাজ শুরু হয় ২৭/০২/২০০৭ তারিখে এবং কাজ সমাপ্ত হয় ২৬/০২/২০০৮ তারিখে।

চিত্র নং ৮: শিবচর কেন্দ্রের নির্মিত স্টাফ কোয়ার্টার

১১.৬ **৮ ইউনিট বিশিষ্ট ২টি স্টাফ কোয়ার্টার (প্রতি ফ্লোর ৮০০ বর্গফুট) নির্মাণঃ** শিবচর কেন্দ্রে কর্মরত কর্মচারীদের আবাসনের জন্য ৪ তলা বিশিষ্ট ২টি স্টাফ কোয়ার্টার (প্রতি ফ্লোর ৮০০ বর্গফুট) নির্মাণ করা হয়েছে। ভবন ২টি নির্মাণের জন্য ১৩০.১৪ লক্ষ টাকা আরডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ১২১.৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। জনবল নিয়োগ না হওয়ায় বর্তমানে ভবনগুলো অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে।

১২.০ **প্রকল্পটি মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহঃ** নিম্নলিখিত ডকুমেন্টগুলো পর্যালোচনা/বিষয়গুলো বিবেচনা সাপেক্ষে প্রকল্পটির মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছেঃ

- প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি;
- প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর);
- প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা;
- ৬টি কেন্দ্রের মধ্যে ১টি কেন্দ্র সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক সংশ্লিষ্টদের সাথে কেন্দ্রের অবস্থা পর্যালোচনা; এবং
- প্রকল্প গ্রহণের পূর্বের অবস্থা ও পরের অবস্থার সাথে একটি পর্যালোচনা।

১৩.০ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন (প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে):**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) প্রতিবন্ধীদের জন্য ২টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র {কুমিল্লা (দাউদকান্দি) ও মাদারীপুর (শিবচর)} এবং এতিমদের জন্য ৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র {বগুড়া (শিবগঞ্জ), সাতক্ষীরা (আশাশুনি), পটুয়াখালী (সদর), মৌলভীবাজার (সদর)} প্রতিষ্ঠা করা;	প্রতিবন্ধীদের জন্য ২টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র {কুমিল্লা (দাউদকান্দি) ও মাদারীপুর (শিবচর)} এবং এতিমদের জন্য ৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র {বগুড়া (শিবগঞ্জ), সাতক্ষীরা (আশাশুনি), পটুয়াখালী (সদর), মৌলভীবাজার (সদর)} প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;
খ) ৬টি কারিগরি কেন্দ্রে অবকাঠামোগত সুযোগ/সুবিধা তৈরি করা;	৬টি কারিগরি কেন্দ্রে ৬টি প্রশাসনিক ভবন, ১৮টি আবাসিক ভবন, ১২টি ডরমিটরী ভবন, ৬টি একাডেমিক ভবন নির্মাণ এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও ইক্যুইপমেন্ট সরবরাহের মাধ্যমে অবকাঠামোগত সুযোগ/সুবিধা তৈরি করা হয়েছে;
গ) দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রের আলোকে এতিম ও প্রতিবন্ধীদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাদেরকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা;	এতিম ও প্রতিবন্ধীদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত ভৌত অবকাঠামো, ইক্যুইপমেন্ট ও আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। তবে প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে (প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা সম্পর্কিত জনবল নিয়োগ প্রকল্প বহির্ভূত। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় রাজস্ব বাজেটের আওতায় জনবল নিয়োগ করার কথা) প্রশিক্ষণ কাজ পুরোপুরি শুরু করা সম্ভব হয়নি;
ঘ) উৎপাদনশীল কার্যক্রম পরিচালনা করা; এবং	জনবল নিয়োগ করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পুরোপুরিভাবে শুরু করা সম্ভব হলে এতিম ও প্রতিবন্ধীরা বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষিত হবে এবং তারা নিজেদেরকে বিভিন্ন উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করতে পারবে; এবং
ঙ) এতিম ও প্রতিবন্ধীদেরকে পুনর্বাসন করা।	৬টি কেন্দ্রে মোট ৮৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করার সংস্থান রয়েছে। এসব কোর্সে ট্রেড ভিত্তিক বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে কেন্দ্রে থাকার জন্য ডরমিটরী আছে এবং প্রশিক্ষণার্থীদেরকে দৈনিক তিন বেলা খাবার সরবরাহ করা হবে। তবে প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া কিভাবে করা হবে সেটি এখনো ঠিক হয়নি।

১৪.০ **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ** আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সকল ভৌত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এতিম ও প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রপাতি এবং কেন্দ্রগুলোর জন্য আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। তবে কেন্দ্রগুলো পরিচালনার জন্য এবং বিভিন্ন ট্রেডের প্রশিক্ষক নিয়োগ না করায় (রাজস্ব বাজেটের আওতায় সৃজনকৃত ১৫৮টি পদে) এতিম ও প্রতিবন্ধীদেরকে পুনর্বাসন বা স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পুরোপুরি শুরু করা সম্ভব হয়নি।

১৫.০ <u>প্রকল্প সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ</u>

১৫.১ <u>এতিম ও প্রতিবন্ধীদেরকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারের প্রশংসনীয় উদ্যোগঃ</u> বাংলাদেশকে একটি আত্ম-নির্ভরশীল জাতি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমাজের প্রতিটি শ্রেণীকে উন্নয়নের গতিধারায় সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। আর সে লক্ষ্যেই সমাজের এতিম ও প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৬১১৩.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬টি বিভাগের ৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনসহ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ উপকরণ ও আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগ এতিম ও প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতার বহিঃপ্রকাশ। আরডিপিপি 'র সংস্থান অনুযায়ী ৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১৫-২৫ বছর বয়সী বছরে ৮৫০ জন এতিম ও প্রতিবন্ধী শিশুকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে। ফলে তারা সমাজের বোঝা না হয়ে থেকে নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করে তুলতে সক্ষম হবে।

১৫.২ <u>প্রকল্পের পূর্ববর্তী অবস্থার সাথে প্রকল্প গ্রহণ পরবর্তী অবস্থার তুলনামূলক চিত্রঃ</u> প্রকল্পের আওতায় ৬টি জেলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ২ তলা বিশিষ্ট ৬টি একাডেমিক ভবন-১, ১ তলা বিশিষ্ট ৬টি একাডেমিক ভবন-২ *(টিনসেড)*, ২ তলা বিশিষ্ট ৬টি প্রশাসনিক ভবন, ৪ তলা বিশিষ্ট ৬টি স্টাফ কোয়ার্টার *(প্রতি ফ্লোর ১০০০ বর্গফুট)*, ৪ তলা বিশিষ্ট ১২টি স্টাফ কোয়ার্টার *(প্রতি ফ্লোর ৮০০ বর্গফুট বিশিষ্ট)* এবং প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসনের জন্য ২ তলা বিশিষ্ট ১২টি ডরমিটরী ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে এসব স্থান কোথাও পরিত্যক্ত অবস্থায়, কোথাও নীচু জমি হিসেবে পড়েছিল। প্রকল্প মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনে জানা যায় যে, প্রকল্প এলাকাটি পুরাতন জেলখানা হিসেবে পরিচিত এবং এটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল। পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্তক্রমে জায়গাটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে হস্তান্তর করা হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বর্ণিত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এতিম ও প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রশিক্ষণের জন্য মোট ৮টি ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করেছে।

প্রকল্প গ্রহণের পূর্বের কোন স্থিরচিত্র আইএমইডি'র নিকট সংরক্ষণ নেই/ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তবে এটি পুরাতন জেলখানা হিসেবে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল।	
মাদারীপুরে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বের অবস্থা	চিত্র নং ৯: *মাদারীপুরে প্রকল্প গ্রহণের পরের অবস্থা*

(ক) <u>*প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহঃ*</u>

১৫.৩ <u>জনবল নিয়োগ সম্পন্ন না হওয়ায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পুরোপুরিভাবে চালু করতে সক্ষম না হওয়াঃ</u> প্রকল্পের আওতায় মোট ৯টি ট্রেডে *(মেকানিক্যাল ও ওয়েলডিং, দর্জি বিজ্ঞান, এমব্রয়ডারী ও উলবুনন, কাঠের কাজ, কম্পিউটার, বেইল কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক্স এন্ড ইলেকট্রিক্যাল, অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ, হাঁস-মুরগী পালন)* প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য আরডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী সকল প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সৃজনকৃত ৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য বিভিন্ন ধরনের ১৫৮ জন *(কর্মকর্তা, কর্মচারী, প্রশিক্ষক, নার্স, সহায়ক জনবল)* নিয়োগ সম্পন্ন করতে সক্ষম না হওয়া কেন্দ্রগুলোতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পুরোপুরিভাবে চালু করা সম্ভব হয়নি। ফলে যন্ত্রপাতিগুলো অব্যবহৃত পড়ে আছে। মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় পরিদর্শনের সময় জানা যায় যে, এখানে সীমিত আকারে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে। কিন্তু প্রশিক্ষকের অভাবে অন্যান্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হচ্ছে না।

১৫.৪ **<u>বাউন্ডারি দেয়াল ভেঙ্গে যাওয়াঃ</u>** মাদারীপুর জেলার শিবচর কেন্দ্রের দক্ষিণ-পূর্ব পাশে বিদ্যুৎ সাব-স্টেশনের পেছনের নিরাপত্তা দেয়ালটি প্রায় ৩০ ফুট দৈর্ঘ্য ভেঙ্গে গেছে। দায়িত্বরত জেনারেল ম্যানেজার ও গণপূর্ত উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী জানান, দেয়ালটির বাইরে খাল রয়েছে এবং দেয়ালের লাগোয়া গাছ ছিল। খালের পাড়ে দেয়ালের বাইরে গাছ ভেঙ্গে পড়ায় এবং খালের পাড়ে Pallasite না থাকায় নিরাপত্তা দেয়ালটি ভেঙ্গে গেছে। উল্লেখ্য, পরিদর্শনের সময় দেখা যায় যে, কেন্দ্রের সারফেস ড্রেনটির নির্গমন পথ দেয়ালের গোড়ায় স্থাপন করা হয়েছিল। ফলে সারফেস ড্রেনের মাধ্যমে প্রবাহমান পানির কারণে দেয়ালটি ভাঙ্গার অন্যতম কারণ হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। এছাড়া পুরো কেন্দ্রটি সরেজমিনে পরিদর্শনের সময় বাহ্যিকভাবে গুরুতর কোন নির্মাণ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি। তবে কয়েকটি ভবনের দেয়ালের নীচের অংশে প্লাস্টার খসে পড়তে এবং কিচেনের দেয়ালে ফাটল দেখা যায়।

চিত্র নং ১০: শিবচর কেন্দ্রে ভেঙ্গে যাওয়া বাউন্ডারী ওয়াল

১৫.৫ **<u>ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলীঃ</u>** এ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে অর্থাৎ সাড়ে সাত অর্থ বছরে মোট ৬ জন প্রকল্প পরিচালক নিয়োজিত ছিলেন। প্রকল্প পরিচালক বার বার পরিবর্তনের ফলে এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কিছুটা বাধাগ্রস্ত হয় এবং প্রকল্পটির বাস্তবায়ন দীর্ঘায়িত হয়।

১৫.৬ **<u>বিলম্বে পিসিআর প্রেরণঃ</u>** আইএমইডি'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর সাড়ে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা রয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পটি জুন, ২০১৩'তে সমাপ্ত হলেও প্রকল্পটির পিসিআর আইএমইডি'তে পাওয়া যায় ১৯/১০/২০১৪ তারিখে অর্থাৎ প্রায় ১৫ মাস পর।

১৫.৭ **<u>প্রকল্প বাস্তবায়নে ৩০.৩৩% কস্ট ওভার রান ও ১৫০% টাইম ওভার রানঃ</u>** আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা ১৪২২.৯৩ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ৩০.৩৩% কষ্ট ওভার রান হয়েছে। তাছাড়া যন্ত্রপাতি ক্রয়, নির্মাণ কাজ, ভূমি উন্নয়ন ইত্যাদি কারণে প্রকল্পটি ১ বার সংশোধন, ১ বার আন্তঃখাত সমন্বয় ও ৩ বার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে প্রকল্পটি মূল অনুমোদিত মেয়াদকাল ৩ বছর হওয়া সত্ত্বেও ৪ বছর ৬ মাস (১৫০%) টাইম ওভার রান হয়েছে।

১৬.০ **<u>সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ</u>**

১৬.১ এতিম ও প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে গৃহীত সরকারের এই পদক্ষেপ যেন প্রয়োজনীয় সহযোগীতাসহ দীর্ঘ মেয়াদে বজায় থাকে এবং প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনগুলোর যাতে সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় অর্থাৎ কেন্দ্রগুলোতে আরডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

১৬.২ প্রকল্পের অভীষ্ঠ ফলাফল অর্জনের স্বার্থে তথা এতিম ও প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন ও আত্ম-নির্ভরশীল করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক কেন্দ্রগুলো দ্রুত যথাযথভাবে চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের বিষয়টি জরুরি ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে;

১৬.৩ মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভেঙ্গে যাওয়া নিরাপত্তা দেয়ালসহ অন্যান্য ছোট-খাট সংস্কার কাজগুলো (কিচেনের দেয়ালে ফাটল, ভবনগুলোর দেয়ালের নীচের অংশে খসে যাওয়া প্লাস্টার) গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক জরুরি ভিত্তিতে মেরামতের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৬.৪ ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ ও বদলীর ক্ষেত্রে যথাক্রমে পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের ০৮ নভেম্বর, ২০০৯ তারিখের পবি/এনইসি-৩/২০০৭-২০০৮/২৫৯ নং পরিপত্র এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ তারিখের মপবি/কঃবিঃশাঃ/মসক-৬/২০০৪/৩২ নং প্রজ্ঞাপন অনুসরণ করতে হবে;

১৬.৫ বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ অনাকাংখিত। কোন প্রকল্প সমাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবশ্যই প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে সঠিক তথ্য সম্বলিত পিসিআর আইএমইডি'তে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;

১৬.৬ নির্ধারিত ব্যয়ে ও সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সঠিক কর্ম-পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করতে হবে;

১৬.৭ এতিম ও প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ পরবর্তী অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য সংস্থার জনবল দিয়ে প্রতিটি কেন্দ্রে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য একটি এবং প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে একটি ডাটাবেইজ তৈরি করতে হবে;

১৬.৮ প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মসংস্থান এবং পুনর্বাসনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিবেচনা করতে পারে।

"শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল বিশেষায়িত হাসপাতাল এন্ড নার্সিং কলেজ নির্মাণ (১ম পর্যায়)" শীর্ষক
বিনিয়োগ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)

১.০ প্রকল্পের অবস্থান : কাশিমপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : সমাজসেবা অধিদপ্তর ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত	অতিক্রান্ত ব্যয়	অতিক্রান্ত সময়
মূল মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	বাস্তবায়নকাল	(মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	(মূল বাস্তবায়ন কালের %)
২১৫৩৩.৮৪ ১৬৯৩৮.০২ (৪৫৯৫.৮২)	২১৫৩৩.৪৬ ১৬৯৩৭.৬৪ (৪৫৯৫.৮২)	১৮৯০৫.৭৫ ১৪৮২৬.৭৬ (৪০৭৮.৯৯)	জানুঃ ২০১০ হতে ডিসেঃ, ২০১২	জানুঃ ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	জানুঃ ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	--	৬ মাস (১৬.৬৭%)

৫.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
০১।	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা	জন	৯৮.০২	১১	৩৬.১৮	৯
০২।	সরবরাহ ও সেবা	থোক	২০.০০	থোক	১২.১৫	থোক
০৩।	জ্বালানী	থোক	৬.৫০	থোক	৫.৫৬	থোক
০৪।	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৩.৫০	থোক	১.৬৩	থোক
০৫।	যানবাহন	সংখ্যা	৭০.০০	২টি	৫০.৯১	১টি
০৬।	জমি ক্রয়	একর	৪০০০.০০	৬.১৩	৪০০০.০০	৬.১৩
০৭।	ভূমি উন্নয়ন	একর	৬০.০০	৬.১৩	৩০.৬৪	৬.১৩
০৮।	পূর্ত নির্মাণ	বঃমিঃ	১৫৩১৭.৮৫	৪৮৮৫২	১৪৭৬৮.৬০	৪৮৮৫২
০৯।	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী (২%)	-	৩৯১.৫২	-	০.০০	-
১০।	প্রাইস কন্টিনজেন্সী (৮%)	-	১৫৬৬.০৭	-	০.০০	-
	মোটঃ	**-**	**২১৫৩৩.৪৬**	**-**	**১৮৯০৫.৬৮**	**-**

৬.০ <u>কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ</u> সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০ <u>সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ</u>

৭.১ <u>পটভূমিঃ</u>

সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন ধরণের হাসপাতাল কর্তৃক বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য সেবার ক্রমবর্ধমান চাহিদা সরকারি হাসপাতাল কর্তৃক পূরণ করতে না পারায় বেসরকারি হাসপাতালের ভূমিকা সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রকল্প এলাকা ঢাকা শহর হতে প্রায় ৪০ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত এবং গাজীপুর সদর হাসপাতাল হতে ১৫ কিঃমিঃ দূরে অবস্থিত। গাজীপুর সদর হাসপাতালটিতে রোগী ধারণ ক্ষমতার তুলনায় অত্যধিক

রোগীর চাপ। প্রকল্প এলাকার স্থানীয় জনসাধারণ খুব দরিদ্র এবং এ এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গার্মেন্টস কর্মী বসবাস করে। আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে তাদের পক্ষে ঢাকা শহরে এসে চিকিৎসা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। আর এ কারণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট গাজীপুর জেলার কাশিমপুরে আওয়ামী ফাউন্ডেশন-এর ৬.১৩ একর জমিতে শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল হাসপাতাল ও নার্সিং কলেজ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রস্তাবিত হাসপাতালটি ঢাকা এবং উত্তরবঙ্গের সংযোগ সড়কের সন্নিকটে অবস্থিত হওয়ায় উক্ত সড়কে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে আহতদের দ্রুত এ হাসপাতালে নেয়া সম্ভব হবে। প্রকল্পের আওতায় ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম যেমন- সার্জারী বিভাগ, শিশু বিভাগ, চক্ষু বিভাগ, নাক-কান গলা বিভাগ, সড়ক দুর্ঘটনায় আক্রান্তদের চিকিৎসা প্রদান ছাড়াও অটিস্টিক এবং প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসার ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাসহ সেবা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে নার্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে নার্সের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় খুবই কম। ডাক্তার এবং নার্স-এর স্ট্যান্ডার্ড অনুপাত হচ্ছে ১:৩, কিন্তু বাংলাদেশে এ সংখ্যা হচ্ছে ১:০.৮। এ প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত প্রকল্পটির আওতায় ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রকল্পটি গৃহীত হয়েছে।

৭.২ <u>উদ্দেশ্যঃ</u>

- দরিদ্র জনসাধারণকে বিশেষত মহিলা, শিশু, অটিস্টিক এবং প্রতিবন্ধীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ;
- গ্র্যাজুয়েট এবং ডিপ্লোমা নার্স তৈরির লক্ষ্যে একটি অত্যাধুনিক নার্সিং কলেজ নির্মাণ;
- ভবিষ্যতে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট, গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল ছাত্র-ছাত্রী, নার্স এবং প্যারামেডিকসদের একাডেমিক কাজে হাসপাতালটির ব্যবহার; এবং
- ভর্তিকৃত কমপক্ষে ৩০% গরীব রোগীকে বিনা মূল্যে চিকিৎসা প্রদান।

৮.০ <u>প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ</u>

৮.১ <u>প্রকল্প অনুমোদনঃ</u> মূল প্রকল্পটি মোট ২১৫৩৩.৮৪ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৬৯৩৮.০২ লক্ষ টাকা ও সংস্থার নিজস্ব ৪৫৯৫.৮২ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১০ থেকে ডিসেম্বর, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ২৩/০৩/২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৮.২ <u>প্রকল্প সংশোধনের কারণঃ</u> প্রকল্পের আওতায় হাসপাতাল ভবনের সয়েল টেস্ট রিপোর্ট-এর ভিত্তিতে ডিজাইন প্রণয়নের ফলে ফাউন্ডেশন এরিয়া বেড়ে যায় এবং এ খাতে ব্যয় ২৮৩.৪১ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পায়। বিদ্যমান Topography'র কারণে Mat foundation দু'স্তরে করা হয়েছে। ফলে এ খাতে অতিরিক্ত ১১৪.৬৮ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত প্রয়োজন হয়। এছাড়া হাসপাতালের ছাদের উপযোগিতা বৃদ্ধি, কারিগরি ও স্থাপত্য দিক বিবেচনায় ৭১.৭৪ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত প্রয়োজন হয়। বাস্তব কারণে হাসপাতাল ভবনের 'বেসমেন্ট' ও সংলগ্ন ভবনসমূহের গাড়ি নির্বিঘ্নে প্রবেশ ও ব্যক্তি গমনের জন্য র‍্যাম্প নির্মাণ করা এবং এ খাতে ২৬৮.৭৮ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হয়। প্রকল্প এলাকা ওয়াসা কর্তৃপক্ষের এলাকা বহির্ভূত হওয়ায় হাসপাতালসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনার জরুরি পানির চাহিদা পূরণের জন্য একটি অতিরিক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। এ জন্য অতিরিক্ত ৩৫.৯৩ লক্ষ টাকা নির্মাণ খাত হতে নির্বাহ করা হয়। প্রশাসনিক ভবন, ছাত্র হোস্টেল, আবাসিক ভবন (অফিসার), ডাক্তার ও নার্স ডরমিটরি, বৃষ্টির পানি পরিশোধন, বাহ্যিক বৈদ্যুতিক কাজ ও Electro Mechanical Component খাতসমূহে ব্যয় হ্রাস পায়। এতে ডিপিপি'র অনুমোদিত ব্যয় বৃদ্ধি না হলেও বাস্তবতা ও গুণগতমান বজায় রাখার স্বার্থে বেশ কিছু অঙ্গের পরিমাণগত হ্রাস/বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পের আন্তঃখাত সমন্বয় করে ডিপিপি সংশোধনের জন্য ২৭/০২/২০১৩ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত আরডিপিপি ২১৫৩৩.৪৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৩/০৪/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়।

৯.০ <u>প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ</u> প্রকল্পের মূল কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের নির্মাণ কাজ এবং এসব নির্মাণ কাজের মধ্যে রয়েছেঃ ১০ তলা ভিত বিশিষ্ট ৮ তলা হাসপাতাল ভবন, ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৬ তলা একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১০ তলা ভিত বিশিষ্ট ৬ তলা হোস্টেল ভবন, ডাক্তার/কর্মকর্তাদের জন্য ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৬ তলা ডরমিটরি ভবন, ৬ তলা নার্সেস হোস্টেল/ডরমেটরি ভবন, ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ২ তলা

অতিথি ডরমেটরি ভবন, মসজিদ নির্মাণ, সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং, ওয়েস্ট ডিজপোজাল, ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এবং ১১ জন জনবল নিয়োগ ইত্যাদি।

১০. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃনং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
০১	ড. মোঃ দেলোয়ার হোসেন খান, যুগ্ম-সচিব	২৬/০৮/২০১০	৩০/০৬/২০১৩

১১. বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় (পিসিআর অনুসারে):

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৯-২০১০	-	-	-	-	-	-	-
২০১০-২০১১	২১২৫.০০	২১২৫.০০	-	২১২৫.০০	২১২৪.৮৮	২১২৪.৮৮	-
২০১১-২০১২	৬৬০০.০০	৬৬০০.০০	-	৬৬০০.০০	৬৬০০.০০	৬৬০০.০০	-
২০১২-২০১৩	৬২৪৭.৮৭	৬২৪৭.৮৭	-	৬২৪৭.৮৭	৬১০১.৮৮	৬১০১.৮৮	-
মোটঃ	**১৪৯৭২.৮৭**	**১৪৯৭২.৮৭**	**-**	**১৪৯৭২.৮৭**	**১৪৮২৬.৭৬**	**১৪৮২৬.৭৬**	**-**

১২. প্রকল্প পরিদর্শনঃ প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি কর্তৃক গত ১০/০৮/২০১৪ তারিখে গাজীপুর (কাশিমপুর) জেলায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করা হয়। সরেজমিনে পরিদর্শন সাপেক্ষে প্রকল্পের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংগের বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কে নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

১২.১ জমি ক্রয়ঃ গাজীপুর সদর উপজেলার কাশিমপুর ইউনিয়নের সারাব গ্রামে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের পাশে আওয়ামী ফাউন্ডেশনের মালিকানাধীন ৬.১৩ একর জমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টকে দান করা হয় এবং এ জমির বাজারমূল্য ধরা হয় ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা। এ জমিতেই ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।

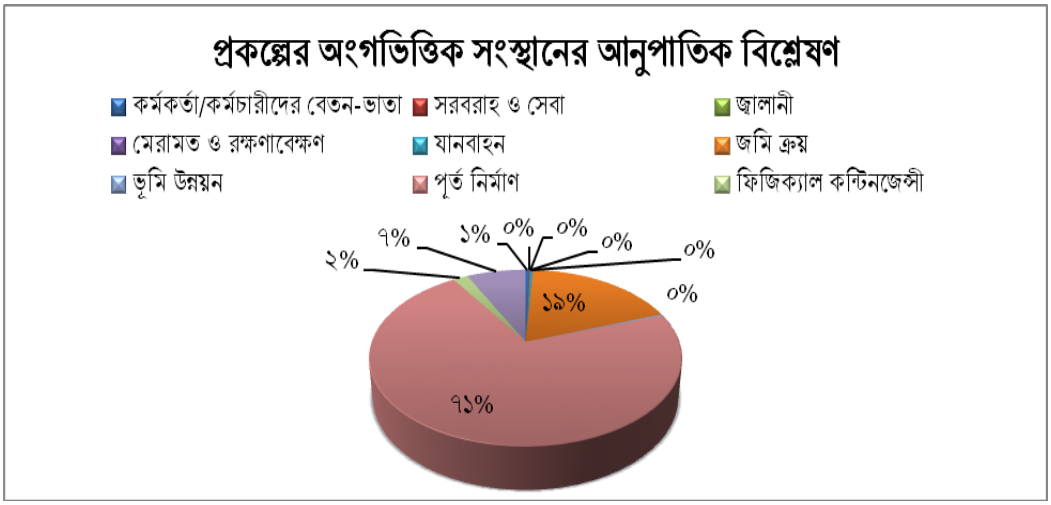

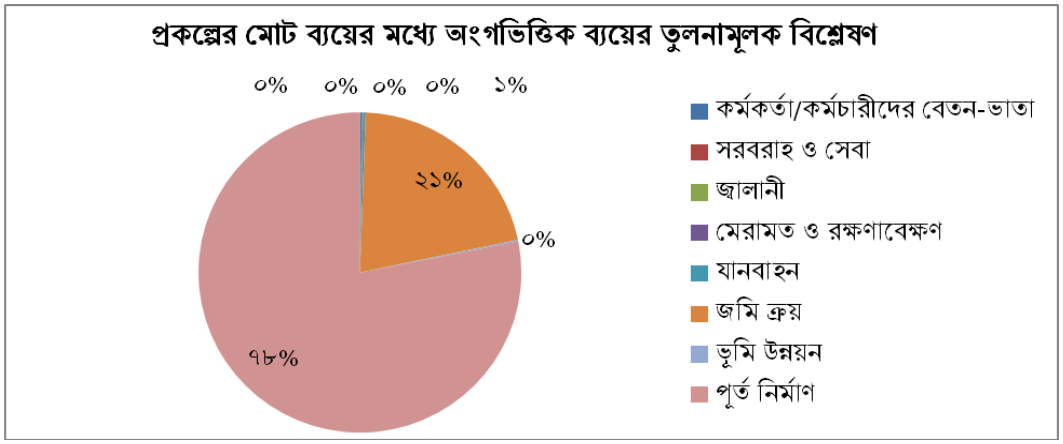

১২.২ **পূর্ত নির্মাণঃ** পূর্ত নির্মাণ খাতে আরডিপিপি'তে ১৫৩১৭.৮৫ লক্ষ টাকার (সম্পূর্ণ জিওবি) সংস্থান ছিল, যা প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৭১%। সংস্থানকৃত অর্থ হতে ১৪৭৬৮.৬০ লক্ষ টাকায় প্রকল্পের যাবতীয় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়, যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৭৮%। প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছেঃ

- ১০ তলা ভিত বিশিষ্ট ৮ তলা হাসপাতাল ভবন;
- ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৬ তলা একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন;
- ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১০ তলা ভিত বিশিষ্ট ৬ তলা হোস্টেল ভবন;
- ডাক্তার/কর্মকর্তাদের জন্য ১৮০০ বঃফুঃ, ১৫০০ বঃফুঃ, ১২৫০ বঃফুঃ এবং ১০০০ বঃফুঃ ক্ষেত্রফলের ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৬ তলা ভবন;
- ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৬ তলা জরুরি স্টাফ ডরমিটরি;
- ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৬ তলা ডক্টরস ডরমিটরি;
- ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৬ তলা নার্সেস ডরমিটরি ভবন;
- ৪ তলা ভিত বিশিষ্ট ২ তলা অতিথি ডরমেটরি ভবন;
- মসজিদ, বাউন্ডারী ওয়াল, সারফেস ড্রেন, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং, ওয়েস্ট ডিজপোজাল, ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ইত্যাদিসহ আনুষংগিক কাজ।

ডক্টরস আবাসিক ভবন

কর্মচারী আবাসিক ভবন

১২.৩ পরিদর্শনের সময় নির্মিত ভবনগুলোর নির্মাণ কাজ সন্তোষজনক মনে হয়েছে এবং বাহ্যিকভাবে ভবনগুলো দৃষ্টিনন্দন হয়েছে। তবে হাসপাতাল নির্মাণের পর এক বছরেরও বেশী সময় অতিবাহিত হলেও হাসপাতাল নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি। অর্থাৎ এখানে চিকিৎসা কার্যক্রম আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি এবং নার্সিং কলেজের একাডেমিক কার্যক্রমও শুরু করা সম্ভব হয়নি। হাসপাতাল চালু করার অগ্রগতি সম্পর্কে জানা যায় যে, হাসপাতালসহ নার্সিং কলেজ পরিচালনার জন্য প্রত্যাশী সংস্থা অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট্রের সাথে মালয়েশিয়ান Kumpulan Purabatan Johor (কেপিজে) কর্তৃপক্ষের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তারা ৪ জন মেডিকেল অফিসার ও ২ জন কনসালটেন্ট নিয়োগ দিয়েছে যারা বহির্বিভাগে সীমিত আকারে অর্থোপেডিক্স ও ইএনটি সেবা প্রদান করছেন।

সেবা প্রাপ্তির জন্য ফি হিসেবে মেডিকেল অফিসারের জন্য ৩০০/- (তিনশত টাকা) ও কনসালটেন্টের জন্য ৪০০/- (চারশত টাকা) প্রদান করতে হয়। জানা যায় যে, দৈনিক গড়ে ৫-৬ জন রোগী সেবা নিতে আসেন। পরিদর্শনের দিন কেপিজে-এর সিইও-এর সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, হাসপাতালসহ সামগ্রীক নির্মাণ কাজে তারা সন্তুষ্ট। তবে সামান্য কিছু সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা প্রয়োজন বিশেষ করে অপারেশন থিয়েটারে। কেপিজে কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী সংস্কার কাজ করা হলেও ইক্যুইপমেন্ট সরবরাহ করা হলে তারা প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করবে। উল্লেখ্য, হাসপাতালটি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও ইক্যুইপমেন্ট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে সরবরাহের কথা রয়েছে।

১৩. **<u>ক্রয় সংক্রান্ত কাগজপত্র পর্যালোচনাঃ</u>** প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বিভিন্ন ভবনগুলোর মধ্যে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে ২টি নির্মাণ কাজের দরপত্র সংক্রান্ত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, দরপত্র সংক্রান্ত সকল প্রক্রিয়া পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে।

১৩.১ **<u>হাসপাতাল ভবনের দরপত্র সংক্রান্ত তথ্যঃ</u>** প্রকল্পের আওতায় ১০ তলা ভিত বিশিষ্ট ৮ তলা হাসপাতাল ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে প্রাক-যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য ০৬/০৪/২০১০ তারিখে পত্রিকার মাধ্যমে EOI আহবান করা হয় এবং এতে মোট ৮টি প্রতিষ্ঠান তাদের প্রস্তাব জমা দেয়। প্রস্তাব মূল্যায়নকারী কমিটির মূল্যায়নে ৩টি প্রতিষ্ঠান কারিগরিভাবে রেসপনসিভ বিবেচিত হওয়ায় তাদেরকে আর্থিক প্রস্তাব জমা দেয়ার জন্য আহবান জানানো হয়। এতে সর্বনিম্ন আর্থিক দরদাতা প্রজেক্ট বিল্ডার্স লিমিটেড-এর সাথে ১৪/০২/২০১১ তারিখে মোট ৮১৫৯.৩৪ লক্ষ টাকায় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উল্লেখ্য, দরপত্র প্রস্তাবটি সিসিজিপি কর্তৃক ২৪/০১/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে সকল কাজ সম্পন্ন হয়। পরিদর্শনের সময় হাসপাতাল ভবনের নির্মাণ কাজে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি এবং বাহ্যিকভাবে হাসপাতালের নির্মাণ কাজ সন্তোষজনক মনে হয়েছে।

১৩.২ **<u>প্রশাসনিক ভবন, হোস্টেল ভবন, নার্সেস ডরমিটরি, ডক্টরস ডরমিটরি, অফিসার্স কোয়ার্টার নির্মাণঃ</u>** প্রশাসনিক ভবন, হোস্টেল ভবন, নার্সেস ডরমিটরি, ডক্টরস ডরমিটরি, অফিসার্স কোয়ার্টার নির্মাণের লক্ষ্যে প্রাক-যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য ০৬/০৪/২০১০ তারিখে পত্রিকার মাধ্যমে EOI আহবান করা হয় এবং এতে মোট ৮টি প্রতিষ্ঠান তাদের প্রস্তাব জমা দেয়। প্রস্তাব মূল্যায়নকারী কমিটির মূল্যায়নে ৩টি প্রতিষ্ঠান কারিগরিভাবে রেসপনসিভ বিবেচিত হওয়ায় তাদেরকে আর্থিক প্রস্তাব জমা দেয়ার জন্য আহবান জানানো হয়। এতে সর্বনিম্ন আর্থিক দরদাতা প্রজেক্ট বিল্ডার্স লিমিটেড-এর সাথে ১৪/০২/২০১১ তারিখে মোট ৪৪২৪.৬৬ লক্ষ টাকায় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উল্লেখ্য, দরপত্র প্রস্তাবটি সিসিজিপি কর্তৃক ২৪/০১/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে সকল কাজ সম্পন্ন হয়। পরিদর্শনের সময় ভবনগুলোর নির্মাণ কাজে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি এবং বাহ্যিকভাবে ভবনগুলোর নির্মাণ কাজ সন্তোষজনক মনে হয়েছে। তবে হাসপাতালের চিকিৎসা কার্যক্রম ও নার্সিং কলেজ চালু করতে না পারায় ভবনগুলো অব্যবহৃত রয়েছে।

১৪.০ **<u>প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ</u>**

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
দরিদ্র জনসাধারণকে বিশেষত মহিলা, শিশু, অটিস্টিক এবং প্রতিবন্ধীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ;	প্রকল্প এলাকায় ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পের মাধ্যমে অন্যান্য আনুষংগিক ভৌত সুবিধাদিও নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু হাসপাতালের চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু হয়নি বা দরিদ্র জনসাধারণকে বিশেষত মহিলা, শিশু, অটিস্টিক এবং প্রতিবন্ধীদেরকে কি ধরনের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হবে সেটি নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি।
গ্র্যাজুয়েট এবং ডিপ্লোমা নার্স তৈরির লক্ষ্যে একটি অত্যাধুনিক নার্সিং কলেজ নির্মাণ;	গ্র্যাজুয়েট এবং ডিপ্লোমা নার্স তৈরির লক্ষ্যে একটি অত্যাধুনিক নার্সিং কলেজ নির্মাণ করা হয়েছে, তবে নার্সিং কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়নি।
ভবিষ্যতে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট, গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল ছাত্র-ছাত্রী, নার্স এবং প্যারামেডিকসদের একাডেমিক কাজে হাসপাতালটির ব্যবহার; এবং	প্রকল্প এলাকায় হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে, তবে এটি আন্ডার গ্র্যাজুয়েট, গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল ছাত্র-ছাত্রী, নার্স এবং প্যারামেডিকসদের একাডেমিক কাজের জন্য কিভাবে ব্যবহৃত হবে সে সম্পর্কিত কোন তথ্য পরিদর্শনের সময় জানা সম্ভব হয়নি।
ভর্তিকৃত কমপক্ষে ৩০% গরীব রোগীকে বিনা মূল্যে চিকিৎসা প্রদান।	হাসপাতালসহ নার্সিং কলেজ পরিচালনার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট-এর সাথে মালয়েশিয়ান কেপিজে কোম্পানীর চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে, কাজেই ৩০% গরীব রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানের বিষয়টি চুক্তিতে রয়েছে কি-না সেটি জানা যায়নি।

১৫.০ **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ** সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের সকল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ডিপিপিতে শুধু নির্মাণ কাজের সংস্থান ছিল। কিন্তু ভবনগুলো নির্মাণের পর ভবনে আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সরবরাহের কোন সংস্থান ছিল না। তবে প্রকল্পের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী হাসপাতলে চিকিৎসা কার্যক্রম ও নার্সিং কলেজে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়নি এবং কবে নাগাদ এসব কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হবে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য পরিদর্শনের সময় পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, হাসপাতালসহ নার্সিং কলেজ পরিচালনার জন্য প্রত্যাশী সংস্থা অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট্রের সাথে মালয়েশিয়ান কেপিজে কর্তৃপক্ষের ইতোমধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কেপিজে কর্তৃপক্ষ তাদের চাহিদা মোতাবেক হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে কিছু সংস্কার কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানিয়েছেন। উক্ত সংস্কার কাজ এবং হাসপাতালে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও ইক্যুইপমেন্ট সরবরাহ করা হলে কেপিজে কর্তৃপক্ষ হাসপাতাল ও নার্সিং কলেজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করবে বলে পরিদর্শনের সময় জানা যায়। যেহেতু হাসপাতালের কার্যক্রম এখনও শুরু হয়নি কাজেই এখানে ৩০% গরীব রোগী বিনামূল্যে সেবা পাচ্ছে কি-না সেটিও নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।

১৬.০ **আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ**

১৬.১ **বেসরকারী প্রচেষ্টায় আর্থ-সামাজিক খাতে গৃহীত প্রকল্পে সীমিত আকারে সরকারি সাহায্য প্রদানের নীতিমালা অনুসরিত হওয়াঃ** বেসরকারী প্রচেষ্টায় আর্থ-সামাজিক খাতে গৃহীত প্রকল্পে সীমিত আকারে সরকারি সাহায্য প্রদানের নীতিমালা অনুযায়ী উদ্যোক্তাদের অবদান মেট্রোপলিটন শহর ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলের জন্য কমপক্ষে ২০% হওয়ার নীতিমালাটি বর্ণিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও প্রকৃত ব্যয়ে জিওবি ও প্রত্যাশী সংস্থার অবদান ছিল নিম্নরূপঃ

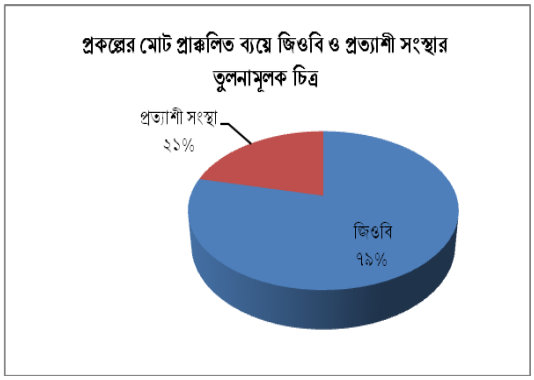

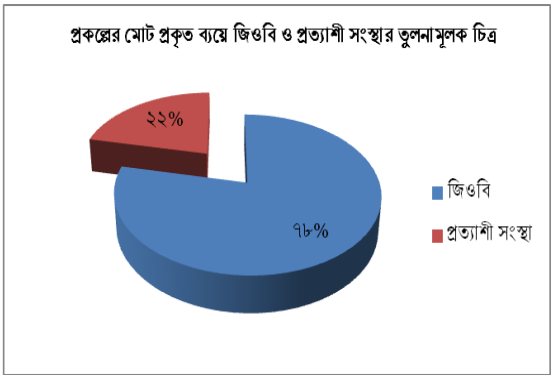

১৬.২ **প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সন্তোষজনক হওয়াঃ** নির্ধারিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে প্রকল্পের সকল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকল্পের আওতায় যে সকল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে পরিদর্শনের সময় সেগুলোকে বাহ্যিকভাবে সন্তোষজনক মনে হয়েছে।

১৬.৩ **প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য অর্জনে ধীরগতি পরিলক্ষিত হওয়াঃ** প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র জনসাধারণকে বিশেষত মহিলা, শিশু, অটিস্টিক এবং প্রতিবন্ধীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১০ তলা ভিত বিশিষ্ট ২৫০ শয্যার ৮ তলা হাসপাতাল ভবন এবং গ্র্যাজুয়েট ও ডিপ্লোমা নার্স তৈরির লক্ষ্যে একটি অত্যাধুনিক নার্সিং কলেজ নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও ডাক্তার, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মচারীদের আবাসন ও একাডেমিক, প্রশাসনিক কাজের জন্য ৬টি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু হাসপাতালের চিকিৎসা কার্যক্রম এবং নার্সিং কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম এখনও শুরু করা সম্ভব হয়নি। ফলে, ভবনগুলো অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। উল্লেখ্য, হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয় বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ছিলনা এবং প্রয়োজনীয় সব উপকরণ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে সংগ্রহ করতে দেরি হচ্ছে বিধায় হাসপাতাল চালু করা সম্ভব হচ্ছেনা।

২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজসহ ভৌত নির্মাণ

নার্সিং কলেজের একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন

১৭.০ <u>সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ</u>

১৭.১ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত অর্থাৎ হাসপাতালে সেবাদান কার্যক্রম পুরোপুরি চালু করার লক্ষ্যে এবং নার্সিং কলেজে একাডেমিক কার্যক্রম দ্রুত চালু করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; এবং

১৭.২ বেসরকারি খাতে গৃহীত প্রকল্পে সরকারি সাহায্য প্রদানের সর্বশেষ নীতিমালা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হাসপাতালসমূহে কমপক্ষে ৩০% দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য নির্দেশনা রয়েছে এবং এটি আলোচ্য প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। বিনামূল্যে সেবা প্রদানের বিষয়টি সাধারণ জনগণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে সকলের দৃষ্টিগোচরে হাসপাতাল ভবনের সন্মুখে কোন সাইনবোর্ড-এ বিষয়টি লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং এটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে নিশ্চিত করতে হবে।

"Support Services Programme for the Socially Disadvantaged Women and Girls"
শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)

১.০ প্রকল্পের অবস্থান : কুষ্টিয়া, বগুড়া, ফরিদপুর, বরিশাল, বি-বাড়ীয়া, সিলেট।

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : সমাজসেবা অধিদপ্তর।

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত	অতিক্রান্ত ব্যয়	অতিক্রান্ত সময়
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	বাস্তবায়নকাল	(মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	(মূল বাস্তবায়ন কালের %)
৬৪২.০০ - (৬৪২.০০)*	৬৪২.০০ - (৬৪২.০০)*	৫৬৫.৪৩ - (৫৬৫.৪৩)*	জানুয়ারি, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১২	জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	--	৬ মাস (১৭%)

* UNFPA-এর মাধ্যমে স্পেন সরকারের MDG-F এর তহবিল

৫.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২		৩	৪	৫	৬
০১।	Food Supply	থোক	১০৩.২৫	-	৯৭.৯১	-
০২।	Uniform/Clothes	থোক	২৯.৫১	-	২৯.৪৮	-
০৩।	Toiletries/Cleaning/Washing	থোক	১৪.৭৯	-	১৪.১০	-
০৪।	Learning/Knowledge Sharing activities for the inmates	থোক	৭.০৬	-	৪.৭৬	-
০৫।	Transport Expense for the inmates	থোক	১২.৭৮	-	১১.৮৮	-
০৬।	Utilities: Gas, Power, Water and Fuel	থোক	৯.০৯	-	৬.৭২	-
০৭।	Social Communication Meeting	থোক	১৪.৬৯	-	১৩.৮০	-
০৮।	Social and Cultural Events	থোক	৫৩.১৮	-	৩৩.০৩	-
০৯।	Medicine Supply	থোক	১৩.২৪	-	১২.৫০	-
১০।	Specialized Treatment	থোক	৭.৩৪	-	৬.৭৩	-
১১।	Training raw materials	থোক	২১.৬৮	-	১৯.৭৪	-
১২।	Officers	জন	৫১.১৯	৬	৫১.১৯	৬
১৩।	Staff	জন	৫৫.১৯	২০	৫৫.১৯	২০
১৪।	Sundry (60% for centers and 40% for PO)	থোক	৬.৪১	-	৬.৪১	-
১৫।	Stationary & Communication (60% for centers and 40% for PO)	থোক	৮.১৮	-	৭.১৩	-
১৬।	Maintenance (45% for centers and 55% for PO)	থোক	৫.০৬	-	১.৮৯	-
১৭।	Operation & Maintenance of the equipments	থোক	১.৫০	-	৪.১৩	-
১৮।	Project Monitoring	থোক	৩৩.৬১	-	৮.০০	-
১৯।	Overseas Tour	সংখ্যা	৩৪.৩৫	১	১৮.০৯	১

ক্রমিক নং	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২		৩	৪	৫	৬
২০।	PSC & PIC Meeting	সংখ্যা	৪.৯৩	**৬**	১৮.০৩	**৬**
২১।	Networking for Integration: Meeting with other implementing partners of JP VAW for effective implementation to avoid duplication and for integration	থোক	৪.৬২	-	৫.৬২	-
২২।	Develop SOP manual	থোক	৪.৮০	-	১.৩৭	-
২৩।	Print of the SOP	থোক	০.০০	-	০.০০	-
২৪।	Training for centre personnel	থোক	৪০.২৩	-	২২.১১	-
২৫।	Training Materials	থোক	৮.০৫	-	১৭.২৭	-
২৬।	Award for the inmates	থোক	৩৪.২০	-	৩০.৯০	-
২৭।	Minor internal repair	থোক	৭.০০	-	৫.৪০	-
২৮।	Cooking Utensils	থোক	৭.৭২	-	৮.০৭	-
২৯।	Zig-Zug sewing machine	সংখ্যা	৩.৪৩	১২	৭.৫৫	১২
৩০।	Color Television (21″)	সংখ্যা	১.৬৫	৬	৬.২৭	৬
৩১।	Furniture for the centre	থোক	৪.১২	-	৫.০৮	-
৩২।	Furniture for the project office	থোক	১.৭২	-	৪.১২	-
৩৩।	Fridge (deep) for the centres	সংখ্যা	৩.০৯	৬	১.৮২	৬
৩৪।	Laptop & Desktop	সংখ্যা	১৭.৮৬	১০	৩.৫৯	১০
৩৫।	Photocopier	সংখ্যা	৬.৮৭	২	১১.৩০	২
৩৬।	Multimedia Projector	সংখ্যা	১.৫১	১	৭.৩৬	১
৩৭।	IPS	সংখ্যা	২.০৬	১	০.৭২	১
৩৮।	Digital Camera for PO	সংখ্যা	০.৬৮	১	২.০৫	১
৩৯।	Fax machine & T&T Connection	থোক	০.৩৪	-	০.৫৯	-
৪০।	Indoor playing materials	থোক	১.৩৭	-	০.৫৯	-
৪১।	Ceiling fans	সংখ্যা	০.৯০	৩৬	১.০৮	৩৬
৪২।	Two window AC for PO	সংখ্যা	২.৭৫	২	১.৮৬	২
	মোটঃ		**৬৪২.০০**	**-**	**৫৬৫.৪৩**	**-**

৬.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ** সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০ **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১ **পটভূমিঃ**

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর প্রতি সহিংসতা একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যা। নারীর প্রতি সহিংসতার যে দুটি প্রধান কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে তা হলঃ প্রথমত প্রতিকূল নীতি ও আইনী কাঠামো বা আইনের দুর্বল প্রয়োগ, দ্বিতীয়তঃ নারীর প্রতি সমাজ বা ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি। এ দুটি কারণের বাইরে সহিংসতার শিকার নারীকে তাৎক্ষণিক সুরক্ষা প্রদানের সুবিধাও অপর্যাপ্ত। শারীরিক ও মানসিক সুরক্ষা প্রদানের বিষয়টি একেবারেই নেই বললেই চলে। কিছু সংস্থা বিক্ষিপ্তভাবে কিছু সাহায্য করলেও তাদের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা না থাকায় তারা নির্যাতিতদের সকল চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম নয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সমাজসেবা অধিদপ্তর ২০০৩ সাল থেকে ৬টি সেন্টারের মাধ্যমে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত নারীদেরকে সেবা প্রদান করে আসছে। এসব কেন্দ্রে সরকারের স্বল্প অনুদানের উপর ভিত্তি করে সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে বিধায় তাদের পক্ষে সুবিধাবঞ্চিত নারীদেরকে কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ, আইনী ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা সম্ভব নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে MDG Achievement Fund (MDG-F)-এর আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশে গৃহীত Joint Programme to Address Violence Against Women-এর আওতায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ৬টি সেন্টারে সহিংসতার শিকার নারীদেরকে আশ্রয় প্রদানের পাশাপাশি কাউন্সেলিং, চিকিৎসা প্রদান, আইনী সহায়তা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

৭.২ উদ্দেশ্যঃ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান সহায়তা কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে সহিংসতার শিকার নারীদেরকে খাদ্য, চিকিৎসা, মনস্তাত্ত্বিক উপদেশ, আইনী সহায়তা, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি।

৮.০ প্রকল্পের অনুমোদন, সংশোধন এবং মেয়াদ বৃদ্ধিঃ

প্রকল্প অনুমোদনঃ প্রকল্পটির টিপিপি'র উপর বিভাগীয় বিশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (ডিএসপিইসি)'র সভার সুপারিশের আলোকে মোট ৬৪২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী কর্তৃক ০২/১২/২০০৯ তারিখে অনুমোদিত হয়।

১ম সংশোধনঃ প্রকল্পটির উপর ০৪/০৫/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় বিশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (ডিএসপিইসি)'র সভার সুপারিশের আলোকে নিম্নলিখিত কতিপয় কারণে প্রকল্পটির মূল প্রাক্কলিত ব্যয় (৬৪২.০০ লক্ষ টাকা) ও বাস্তবায়নকাল (জানুয়ারি, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১২) অপরিবর্তিত রেখে ০৭/০৯/২০১১ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটির ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয়ঃ

* বি-বাড়ীয়া জেলাকে প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা;
* যাতায়াত খরচ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়, প্রকল্প মনিটরিংয়ের উদ্দেশ্যে প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প কর্তৃপক্ষের ভ্রমণ ভাতার ব্যয় একই বাজেট খাতে অন্তর্ভুক্ত করা;
* প্রকল্প কর্তৃপক্ষের জন্য দৈনিক ভাড়ার ভিত্তিতে যানবাহনের পরিবর্তে বাৎসরিক ভিত্তিতে যানবাহনের ব্যবস্থা রাখা;
* বাস্তবতার চাহিদার নিরিখে ২টি কম্পিউটারের পরিবর্তে ৬টি কেন্দ্রের জন্য ৬টি কম্পিউটারসহ মোট ৮টি কম্পিউটার, ৯টি মডেম ও ৩টি ল্যাপটপ ক্রয়ের সংস্থান রাখা;
* প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ের জন্য আসবাবপত্রের সংস্থান রাখা; এবং
* কেন্দ্রের নিবাসীদের বিকল্প জীবনধারণের জন্য সহায়তার ব্যবস্থা রাখা।

ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধিঃ Joint Programme to Address Violence Against Women এর আওতায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত "Support Services Programme for the Socially Disadvantaged Women and Girls" শীর্ষক প্রকল্পটির সার-সংক্ষেপ মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী কর্তৃক ০২/১২/২০০৯ তারিখে অনুমোদিত হলেও প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ টিপিপি প্রণয়ন ও প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে (০১/১০/২০১০ তারিখে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ হয়) বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্পের মূল কার্যক্রম শুরু হতে দেরি হওয়ায় (প্রকল্পের মূল কার্যক্রম শুরু হয় অক্টোবর, ২০১০ হতে) MDG-F এর সচিবালয় প্রকল্পটির মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধিতে সম্মত হয় এবং তৎপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ২২/০১/২০১৩ তারিখে প্রকল্পটির মূল প্রাক্কলিত ব্যয় (৬৪২.০০ লক্ষ টাকা) অপরিবর্তিত রেখে বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত নির্ধারণ করে।

৯.০ বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি			ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৯-২০১০	২.৬৭	-	২.৬৭	২.৬৭	-	২.৬৭	২.৬৭	-	২.৬৭
২০১০-২০১১	১৮৩.৭৫	-	১৮৩.৭৫	১৭৬.০৭	-	১৭৬.০৭	১৭৬.০৭	-	১৭৬.০৭
২০১১-২০১২	২৯২.১১	-	২৯২.১১	২৬৬.২৬	-	২৬৬.২৬	২৬৬.২৬	-	২৬৬.২৬
২০১২-২০১৩	১৬৩.৪৭	-	১৬৩.৪৭	১২০.৪৩	-	১২০.৪৩	১২০.৪৩	-	১২০.৪৩
মোটঃ	**৬৪২.০০**	**-**	**৬৪২.০০**	**৫৬৫.৪৩**	**-**	**৫৬৫.৪৩**	**৫৬৫.৪৩**	**-**	**৫৬৫.৪৩**

১০.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেনঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
০১	জনাব মির্জা তারেক হিকমত উপ-সচিব	০১.১০.২০১০	২৭.১১.২০১১

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
০২	জনাব মোঃ রেজাউল করিম উপ-সচিব	২৮.১১.২০১১	১১.০১.২০১২
০৩	জনাব মির্জা তারেক হিকমত উপ-সচিব	১২.০১.২০১২	১৩.০৩.২০১৩
০৪	জনাব মোহাম্মদ নাজমুল আহসান সিনিয়র সহকারী প্রধান	১৩.০৩.২০১৩	৩০.০৬.২০১৩

১১.০ <u>প্রকল্প পরিদর্শনঃ</u>

প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে আইএমইডি কর্তৃক গত ২৫/০৯/২০১৪ তারিখে সিলেট জেলার খাদিমনগরে অবস্থিত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত "সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ পুনর্বাসন কেন্দ্র" এ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কিছু কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় উক্ত কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া টেলিফোনে প্রকল্প পরিচালকের সাথে প্রকল্পের অংগভিত্তিক ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে প্রকল্পের কয়েকটি প্রধান অংগের কার্যক্রম সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

১১.১ <u>Food Supply</u>: সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের ৬টি জেলায় (কুষ্টিয়া, বগুড়া, বরিশাল, ফরিদপুর, বি-বাড়ীয়া, সিলেট) পরিচালিত সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে আশ্রিতদেরকে প্রকল্পের মাধ্যমে দৈনিক ৩ বেলা খাবার সরবরাহ করা বাবদ আরটিপিপি'তে ১০৩.২৫ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৯৭.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। উল্লেখ্য, এ কেন্দ্রগুলো সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের থোক বরাদ্দের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে। তবে Food Supply ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রকল্প থেকে সরবরাহ করায় এ দুটি খাতে প্রকল্প চলাকালীন সময়ে থোক বরাদ্দ প্রদান করা হয়নি মর্মে পরিদর্শনের সময় জানা যায়।

১১.২ <u>Uniform/Clothes</u>: কেন্দ্রগুলোর Inmate'দেরকে (আশ্রিতদেরকে) বছরে ৩ সেট ড্রেস সরবরাহ করা বাবদ আরটিপিপি'তে সংস্থানকৃত ২৯.৫১ লক্ষ টাকার বিপরীতে ২৯.৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

১১.৩ <u>Social and Cultural Events:</u> গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দিবসে কেন্দ্রগুলোতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হত যা কেন্দ্রের Inmate'দের মানসিক বিকাশের জন্য সহায়ক ছিল এবং এ বাবদ ৫৩.১৮ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৩৩.০৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

১১.৪ <u>Officers & Staff:</u> ৬টি কেন্দ্রের কেন্দ্র তত্ত্বাবধায়কের বেতন, কেন্দ্রগুলোতে পার্ট-টাইম ডাক্তার, বিভিন্ন ট্রেডের ট্রেইনার, কাউন্সিলর, ধর্মীয় শিক্ষক, নার্স, অফিস এ্যাসিসটেন্ট, বাবুর্চিদের বেতন-ভাতা বাবদ আরটিপিপি'তে সংস্থানকৃত ১০৬.৩৮ লক্ষ টাকার পুরোটাই ব্যয় হয়েছে।

১১.৫ <u>Award for the inmates:</u> কেন্দ্রগুলোতে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের মধ্য হতে মোট ৬৯ জন প্রশিক্ষণার্থীকে এককালীন সাহায্য প্রদান বাবদ এ খাতে ৩৪.২০ লক্ষ টাকার সংস্থান হতে ৩০.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীরা নিজের এলাকায় গিয়ে নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে Income Generating Activity (IGA)'র আইডিয়া প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছে এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষ প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রদত্ত আইডিয়ার যৌক্তিকতা যাচাই করে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে এককালীন অর্থ সাহায্য প্রদান করেছে। তবে এক্ষেত্রে কোন ফলো-আপের ব্যবস্থা ছিলনা।

১১.৬ <u>Zig-Zug sewing machine:</u> ৬টি কেন্দ্রে মোট ১২টি Zig-Zug sewing machine সরবরাহ করা বাবদ ৩.৪৩ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৭.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অতিরিক্ত ব্যয়ের বিষয়ে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ থেকে সুস্পষ্ট কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

১১.৭ <u>Color Television (21″):</u> ৬টি কেন্দ্রে ৬টি রঙ্গিন টেলিভিশন সরবরাহ করা বাবদ ৬.২৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এবং এক্ষেত্রেও আরটিপিপি সংস্থানকৃত অর্থ অপেক্ষা ৪.৬২ লক্ষ টাকা বেশি ব্যয় হয়েছে (আরটিপিপি'র সংস্থান ছিল ১.৬৫ লক্ষ টাকা)। উল্লেখ্য, এরকম আরো কয়েকটি অংগে আরটিপিপি সংস্থানের চেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় হয়েছে যা বর্ণিত প্রতিবেদনের সমস্যা অংশে উল্লেখ করা হয়েছে।

সিলেট কেন্দ্রের ডাইনিং কক্ষে রক্ষিত টেলিভিশন (কেন্দ্রে সংরক্ষিত ছবি থেকে নেয়া)

১২.০ **<u>প্রকল্পের আওতায় সিলেট জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমঃ</u>** সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক রাজস্ব বাজেটের আওতায় থোক বরাদ্দের মাধ্যমে দেশের ৬টি জেলায় (কুষ্টিয়া, বগুড়া, বরিশাল, ফরিদপুর, বি-বাড়ীয়া, সিলেট) সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালিত হয়ে আসছে। এসব কেন্দ্রে সমাজের অবহেলিত, বিপথগামী (বিভিন্ন অসামাজিক কাজে লিপ্ত), হারিয়ে যাওয়া নারীদেরকে আশ্রয় প্রদানের পাশাপাশি তাদেরকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে হাতে-কলমে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্ণিত প্রকল্পের মাধ্যমে কেন্দ্রগুলোতে আসবাবপত্র, ইক্যুইপমেন্ট, প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহের পাশাপাশি কেন্দ্রে আশ্রিতদেরকে চিকিৎসা প্রদান, প্রশিক্ষণ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনী সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। পরিদর্শনকালীন সময়ে সিলেট জেলার কেন্দ্রটির সার্বিক অবস্থা ও প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যাবলী সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলঃ

- সিলেট জেলার এ কেন্দ্রটিতে ১০০ জন নারী আশ্রয় প্রার্থী থাকার জন্য একটি ডরমিটরি রয়েছে। তবে পরিদর্শনের সময় সেখানে ২৫ জন নারী ছিলেন। এছাড়াও কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের থাকার সুব্যবস্থা রয়েছে এবং তারা কেন্দ্রেই থাকেন। কেন্দ্রের সার্বিক দায়িত্বে একজন তত্ত্বাবধায়ক রয়েছেন। কেন্দ্রে বর্তমানে ৪ জন প্রশিক্ষকের পরিবর্তে ১ জন প্রশিক্ষক কর্মরত থাকায় কেন্দ্রের Inmate'দেরকে (আশ্রিতদেরকে) ৪টি ট্রেডের (সেলাই, ব্লক-বাটিক, ইলেকট্রনিক্স, সবজি চাষ) পরিবর্তে একটি ট্রেডে (সবজি চাষ) প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। এক্ষেত্রে জানা যায় যে, থোক বরাদ্দ দ্বারা পরিচালিত কেন্দ্রটিতে প্রশিক্ষক হিসেবে যোগদানের পর নিয়মিতভাবে বেতন-ভাতা না পাওয়ায় (কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা থোক বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে কয়েক মাস পর পর বেতন-ভাতা পান) এবং প্রশিক্ষকরা চাকরির ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকায় কয়েকজন প্রশিক্ষক অন্যত্র চাকরি নিয়ে চলে যাওয়ায় সবগুলো ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না;

- প্রকল্পের আওতায় সিলেট কেন্দ্রে বিভিন্ন আসবাবপত্র ও ইক্যুইপমেন্ট (১টি কম্পিউটার সেট, ২টি আলমারী, ১টি ডিপ ফ্রিজ, ১টি টেলিভিশন, ৮টি সিলিং ফ্যান, ২টি Zig-Zug machine এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে;

- কেন্দ্রের Inmate'দের চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্প চলাকালীন সময়ে খন্ডকালীন একজন ডাক্তার নিয়োজিত ছিলেন এবং একজন এডভোকেটের মাধ্যমে আশ্রিতদের আইনী সহায়তার প্রয়োজন হলে তাদেরকে আইনী সহায়তা প্রদান করা হত। তবে বর্তমানে এ ধরনের সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না;

- প্রকল্প চলাকালীন সময়ে কেন্দ্রে আশ্রিত নারীদেরকে সেলাই, ব্লক-বাটিক, ইলেকট্রনিক্স (মোবাইল মেরামত), বিউটি পার্লার-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিউটি পার্লারের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের (৩টি ব্যাচে ৩০ জন) বেশ কয়েকজন বর্তমানে সিলেট শহরের বিভিন্ন বিউটি পার্লারে কর্মরত আছেন বলে কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক জানান;

আশ্রয় গ্রহণকারী নারীদের উৎপাদিত পণ্য (কেন্দ্রে সংরক্ষিত ছবি থেকে নেয়া)

- প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের মধ্যে যারা নিজের এলাকায় গিয়ে নিজস্ব কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নিয়েছে (সেলাইয়ের দোকান, সবজি চাষ ইত্যাদি) তাদের মধ্য হতে প্রকল্পের আওতায় ৮ জন নারীর প্রত্যেককেই সিলেট জেলার জেলা প্রশাসক মহোদয়ের মাধ্যমে ৪৫,০০০/- (পঁয়তাল্লিশ হাজার) টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রের একজন প্রতিনিধি প্রশিক্ষণার্থীর প্রস্তাবিত কর্মসংস্থানের উদ্যোগ সরেজমিনে পরিদর্শন করে কর্মসংস্থানের উদ্যোগটির উপযোগীতা যাচাই করে সবচেয়ে ভাল প্রস্তাব প্রদানকারী ৮ প্রশিক্ষণার্থীকে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে নগদ টাকা প্রদান করেছেন বলে জানা যায়। তবে পরবর্তীতে কর্মসংস্থানের বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীরা কতটুকু অগ্রগতি অর্জন করেছে বা তারা কতটুকু স্বাবলম্বী হয়েছে তার কোন ফলো-আপ প্রকল্পের আওতায় ছিল না;

নিজস্ব কর্মসংস্থানে সহায়তা হিসেবে জেলা প্রশাসক-এর মাধ্যমে ৪৫,০০০/- টাকার চেক প্রদান (কেন্দ্রে সংরক্ষিত ছবি থেকে নেয়া)

- প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবসে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত, যা আশ্রয় গ্রহণকারী নারীদের মানসিক বিকাশের জন্য সহায়ক ছিল।

আশ্রয় গ্রহণকারী নারীদের মানসিক বিকাশের নিমিত্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন (কেন্দ্রে সংরক্ষিত ছবি থেকে নেয়া)

১৩.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান সহায়তা কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে সহিংসতার শিকার নারীদেরকে খাদ্য, চিকিৎসা, মনস্তাত্ত্বিক উপদেশ, আইনী সহায়তা, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি।	প্রকল্প চলাকালীন সময়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান ৬টি সহায়তা কেন্দ্রে সহিংসতার শিকার আশ্রয় গ্রহণকারী নারীদেরকে খাদ্য, চিকিৎসা, মনস্তাত্ত্বিক উপদেশ, আইনী সহায়তা এবং বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রগুলোতে বিভিন্ন ইক্যুইপমেন্ট ও আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। ফলে পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহের দক্ষতা, সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৪.০ উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ প্রযোজ্য নয়।

১৫.০ প্রকল্পটি সম্পর্কে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণঃ

১৫.১ কয়েকটি অংগে আরটিপিপি সংস্থানের চেয়ে বেশি ব্যয় হওয়াঃ পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির নিম্নবর্ণিত কয়েকটি অংগে আরটিপিপি সংস্থানের চেয়ে বেশি ব্যয় হয়েছেঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	সংশোধিত টিপিপি সংস্থান	প্রকৃত ব্যয়
১	Operation & Maintenance of the equipments	১.৫০	৪.১৩
২	PSC & PIC Meeting	৪.৯৩	১৮.০৩
৩	Networking for Integration: Meeting with other implementing partners of JP VAW for effective implementation to avoid duplication and for integration	৪.৬২	৫.৬২
৪	Training Materials	৮.০৫	১৭.২৭
৫	Cooking Utensils	৭.৭২	৮.০৭
৬	Zig-Zug sewing machine	৩.৪৩	৭.৫৫
৭	Color Television (21″)	১.৬৫	৬.২৭
৮	Furniture for the centre	৪.১২	৫.০৮
৯	Furniture for the project office	১.৭২	৪.১২
১০	Photocopier	৬.৮৭	১১.৩০
১১	Multimedia Projector	১.৫১	৭.৩৬
১২	Digital Camera for PO	০.৬৮	২.০৫
১৩	Fax machine & T&T Connection	০.৩৪	০.৫৯
১৪	Ceiling fans	০.৯০	১.০৮

এসব অংগে আরটিপিপি সংস্থানের চেয়ে বেশি ব্যয় হওয়ার কারণ প্রকল্প পরিচালকের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, এ অংগগুলো ডিপিএ অর্থে UNFPA কর্তৃক সরাসরি বাস্তবায়িত হয়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের তেমন কিছু করার ছিল না। তিনি বিস্তারিত তথ্যের জন্য UNFPA-এর প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। UNFPA-এর প্রতিনিধির সাথে (জনাব মোঃ বশির উল্লাহ, মোবাইলঃ ০১৮১৭০০৬০৪৪, ফোন: ৫৮১৫০৫২৮ Email: ullah@unfpa.org) টেলিফোনে ও ই-মেইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি ই-মেইলে বিভিন্ন অংগের সংস্থান ও খরচের তথ্য প্রেরণ করেন। UNFPA-এর সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি কর্তৃক ই-মেইলে প্রেরিত তথ্যের সাথে অনুমোদিত আরটিপিপি'র সংস্থানের মিল পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে UNFPA-এর প্রতিনিধি জানান, অঙ্গভিত্তিক ব্যয়ের অসামঞ্জস্যতা UNFPA কর্তৃক সংশোধন করা হয়েছে।

১৫.২ **<u>ফলো-আপ কার্যক্রম না থাকাঃ</u>** সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের বিদ্যমান ৬টি জেলায় (কুষ্টিয়া, বগুড়া, বরিশাল, ফরিদপুর, বি-বাড়ীয়া, সিলেট) পরিচালিত সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কার্যক্রমকে সহায়তা/শক্তিশালী করা ও কেন্দ্রগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করাই ছিল এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে কেন্দ্রগুলোতে বিভিন্ন আসবাবপত্র, প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে এবং প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের মধ্যে ৬৯ জন (সিলেট জেলায় ৮ জন) Inmate'কে (কেন্দ্রে আশ্রিত) এককালীন ৪৫,০০০/= টাকা প্রদান করা হয়েছে। যাতে তারা নিজের এলাকায় গিয়ে যে কোন Income Generating Activity (IGA) এর মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে পারে। তবে এসব সুবিধাভোগীদের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব না হওয়ায় (কেন্দ্রে কোন মোবাইল নম্বর সংরক্ষিত না থাকায়) তাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়নি। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় কোন ফলো-আপ কার্যক্রম না থাকায় কেন্দ্র থেকেও এসব উপকারভোগীদের কোন ফলো-আপ করা হয়নি বা করা হচ্ছে না, যার ফলে এ ধরনের কার্যক্রম কতটুকু Effective এবং Sustainable হয়েছে তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি;

১৫.৩ প্রকল্প চলাকালীন সময়ে খন্ডকালীন একজন ডাক্তার এবং একজন এডভোকেটের মাধ্যমে কেন্দ্রের Inmate'দের চিকিৎসা সুবিধা ও আইনী সহায়তা প্রদান করা হত। কিন্তু প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর Inmate'দের চিকিৎসা সুবিধা ও আইনী সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়াও সবগুলো ট্রেডের প্রশিক্ষক না থাকায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

১৬.০ **<u>সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ</u>**

১৬.১ আরটিপিপি'র বিভিন্ন অংগের সংস্থানের চেয়ে বেশি ব্যয় হওয়া পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃংখলা পরিপন্থী। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা আইএমইডি'কে অবহিত করবে;

১৬.২ সমাজের অবহেলিত, বিপথগামী (বিভিন্ন অসামাজিক কাজে লিপ্ত), হারিয়ে যাওয়া নারীদেরকে আশ্রয় ও প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত দেশের ৬টি জেলায় (কুষ্টিয়া, বগুড়া, বরিশাল, ফরিদপুর, বি-বাড়ীয়া, সিলেট) পরিচালিত সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রিত নারীদের প্রশিক্ষণ পরবর্তী অবস্থা মূল্যায়ন বা Tracking এর লক্ষ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে মোবাইল ফোন নম্বর, আবাসিক ঠিকানা প্রতি কেন্দ্রে সংরক্ষণ করতে হবে এবং কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ পরবর্তী অবস্থা ফলো-আপ করার উদ্যোগ নিতে হবে; এবং

১৬.৩ কেন্দ্রের Inmate'দের চিকিৎসা সুবিধা ও আইনী সহায়তার প্রয়োজনে কেন্দ্রে খন্ডকালীন একজন ডাক্তার ও একজন এডভোকেট নিয়োগ করার উদ্যোগ নিতে হবে। এছাড়া সবগুলো ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

১৬.৪ আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে সেলাইয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী নারীরা যাতে বিভিন্ন গার্মেন্টসে চাকরি পেতে পারে সে লক্ষ্যে বিজিএমইএ'র সাথে একটি MOU স্বাক্ষর করা যায় কি-না সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় তা বিবেচনা করতে পারে। এছাড়াও বিভিন্ন ইপিজেডে যে ধরনের দক্ষ জনবল প্রয়োজন সেসব ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়টিও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বিবেচনা করতে পারে।

"Support Services for the Vulnerable Group (SSVG)" শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)

১.০ প্রকল্পের অবস্থান : সমগ্র বাংলাদেশ

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : সমাজসেবা অধিদপ্তর

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত	অতিক্রান্ত	অতিক্রান্ত
মূল মোট জিওবি (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট জিওবি (প্রঃসাঃ)	মোট জিওবি (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	বাস্তবায়নকাল	ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
২০০০.০০ ২০০০.০০ (-)	-	১৯৭৭.৪১ ১৯৭৭.৪১ (-)	ডিসেম্বর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩	-	ডিসেম্বর, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩	-	-

৫.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১।	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৮.০০	-	৭.৯৯৫	-
২।	যানবাহন ভাড়া (১টি জীপ ও ১টি মাইক্রোবাস)	সংখ্যা	৫.০০	২	২.৯৫৫	২
৩।	অবকাঠামোগত উন্নয়ন	থোক	২৫৫.০০	-	২৫৪.৪৮৯	-
৪।	চিকিৎসা সাহায্য (ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস রোগীদের জন্য)	জন	৬০০.০০	১,২০০	৬০০.০০	১,২০০
৫।	সাহায্য মঞ্জুরীঃ					
	চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য	জন	৮০০.০০	২০,০০০	৭৮১.৪৬৯	২০,০০০
	লিল্লাহ বোডিং ও এতিমখানার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য	জন	৩০০.০০	৩০,০০০	২৯৮.৫০	২৯৮৫০
	রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধ বিহার, মঠ ও টোল ছাত্রদের জন্য	জন	৩০.০০	৩,০০০	৩০.০০	৩,০০০
৬।	মেশিনারী ও যন্ত্রপাতি (কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি-০২ সেট, প্রিন্টার-২টি, স্কেনার-১টি ও ইন্টারনেট মডেম-১টি)	সংখ্যা	২.০০	৭	১.৯৯৯	৭
	মোটঃ	**-**	**২০০০.০০**	**-**	**১৯৭৭.৪১**	**-**

৬.০ কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ পটভূমিঃ

বাংলাদেশের ১৬৩টি চা বাগানের মধ্যে ১৩২টি চা বাগান সিলেট বিভাগে (মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সিলেট) অবস্থিত। ২৪টি চা বাগান চট্টগ্রাম বিভাগে এবং ৭টি চা বাগান পঞ্চগড় জেলায় অবস্থিত। এ সকল চা বাগানে প্রায় ১০ লক্ষ লোক কর্মরত রয়েছে, যার ৫২ শতাংশ মহিলা। এ সকল চা বাগানের কর্মীদের দৈনিক বেতন ৩২ টাকা। সাধারণতঃ চা বাগান কর্মীদের একটি পরিবারের ১-২ জন ব্যক্তি কর্মক্ষম এবং অবশিষ্ট সদস্যগণ বেকার। চা বাগানের কর্মীগণ প্রতি সপ্তাহে ৩.৫ কেজি আটা/ চাল হ্রাসকৃত (প্রতি কেজি ১.৩০ টাকা) মূল্যে পেয়ে থাকে। সে হিসেবে একজন চা শ্রমিক প্রতি মাসে ১৪৬২.২৫ টাকা আয় করে থাকে। এ সামান্য আয় দিয়ে ৪/৫ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবারের

ভরণ-পোষণ খুবই কষ্টকর। তাই তাদেরকে খাদ্য সহায়তা করা অত্যন্ত জরুরী। এছাড়া কওমী মাদ্রাসা, রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধ বিহারে সমাজের অবহেলিত এবং দরিদ্র ছেলে-মেয়েরা পড়ালেখা করে থাকে। তাই এদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হলে তা তাদের পড়ালেখা চালানোর ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আবার ক্যান্সার, কিডনী এবং লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করার পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত সংস্কার করার লক্ষ্যেই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.২ <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ</u>

- চা বাগানের শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- লিল্লাহ বোর্ডি-এর ছাত্রদেরকে সমাজের মূল ধারায় আনা;
- রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধ বিহার, মঠ, টোল ও মিশনারী ছাত্র/ছাত্রীদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান;
- বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান অবকাঠামো মেরামত, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ; এবং
- ক্যান্সার, কিডনী এবং লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত গরীব রোগীদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

৮.০ <u>প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ</u>

প্রকল্পটির উপর ১৯/০১/২০১১, ১১/০৫/২০১০ এবং ০৫/১০/২০১১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশের আলোকে প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০১১ থেকে জুন ২০১৩ মেয়াদে মোট ২০০০.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের নিমিত্ত মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ০১/১২/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়।

৯.০ <u>প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ</u>

প্রকল্পের শুরু থেকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব পর্যায়ের নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেনঃ

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	যোগদানের তারিখ	বদলির তারিখ
০১	জনাব মনীন্দ্র কিশোর মজুমদার উপ-সচিব	১৮/১২/২০১১	২৩/১২/২০১২
০২	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম উপ-সচিব	২৩/১২/২০১২	৩০/০৬/২০১৩

১০.০ <u>প্রকল্প পরিদর্শনঃ</u>

প্রকল্পটি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে আইএমইডি কর্তৃক ২২/০২/২০১৪ তারিখে হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলায় প্রকল্পটির আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় হবিগঞ্জ সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক এবং চুনারুঘাট উপজেলার সমাজসেবা কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। সরেজমিনে পরিদর্শন, পিসিআর-এ প্রাপ্ত তথ্য এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে প্রকল্পের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংগের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কে নিচে আলোকপাত করা হলঃ

১০.১ <u>সরবারাহ ও সেবাঃ</u> সরবরাহ ও সেবা খাতে ডিপিপি'তে বরাদ্দকৃত ৮.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৭.৯৯৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। দরপত্র আহবান, মূল্যায়ন এবং অফিসের বিভিন্ন সরঞ্জাম ক্রয় করা বাবদ এ অর্থ ব্যয় হয়েছে বলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ হতে জানা গেছে।

১০.২ <u>যানবাহন ভাড়াঃ</u> প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রকল্পের মূল কার্যালয় থেকে বিভিন্ন জেলায় যাওয়া-আসার জন্য ডিপিপিতে বরাদ্দকৃত ৫.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ২.৯৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

১০.৩ <u>চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য সাহায্য মঞ্জুরীঃ</u> ২০,০০০ জন চা শ্রমিককে খাদ্য সহায়তা বাবদ ডিপিপিতে বরাদ্দকৃত ৮০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ২০,০০০ জন চা শ্রমিকের খাদ্য সহায়তা বাবদ ৭৮১.৪৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। চা শ্রমিকদেরকে এক অর্থ বছরে তিনবার নিম্নলিখিত উপকরণ সরবরাহ করা হয়ঃ

উপকরণের নাম	পরিমাণ	মন্তব্য
১। চাল	১২ কেজি	প্রকল্পটি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলার চান্দপুর চা বাগান পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় যে ৬ জন চা-শ্রমিকের সাথে আলোচনা হয়, শ্রমিকদের তালিকা সংযুক্তি-১ এবং তাদের মতামত অনুচ্ছেদঃ ১১.৪ (ক) -এ বর্ণনা করা হয়েছে।
২। ডাল	২ কেজি	
৩। আটা	৫ কেজি	
৪। তেল	২ লিটার	
৫। আলু	৫ কেজি	
৬। সাবান	২টি	

১০.৪ **লিল্লাহ বোর্ডিং-এর ছাত্রদের জন্য সাহায্য মঞ্জুরীঃ** লিল্লাহ বোর্ডিং-এর ৩০,০০০ জন ছাত্রের জন্য বাৎসরিক ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা করে সাহায্য মঞ্জুরী বাবদ ডিপিপিতে বরাদ্দকৃত ৩০০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ২৯,৮৫০ জন ছাত্রকে ২৯৮.৫০ লক্ষ টাকা সাহায্য মঞ্জুরী প্রদান করা হয়। হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলা পরিদর্শনের সময় মোট ০৩ (তিন)টি লিল্লাহ বোর্ডিং পরিদর্শন করা হয়। লিল্লাহ বোর্ডিং সম্পর্কিত তথ্য/সাক্ষাৎ প্রদানকারী ০৬ জন ছাত্রের তালিকা সংযোজনী-১ এবং সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ অনুচ্ছেদ- ১১.৪ (খ) এ বর্ণনা করা হয়েছে।

১০.৫ **রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধ বিহার, মঠ, টোল ও মিশনারী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সাহায্য মঞ্জুরীঃ** রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধ বিহার, মঠ টোল ও মিশনারীর মোট ৩০০০ জন ছাত্র/ছাত্রীকে মাসিক ১,০০০/- টাকা করে সাহায্য মঞ্জুরীর জন্য ডিপিপিতে ৩০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল এবং ৩০০০ জন ছাত্র/ছাত্রীকে সাহায্য বাবদ ৩০.০০ লক্ষ টাকাই ব্যয় হয়েছে। হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলায় এ অংগের আওতায় কোন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়নি।

১০.৬ **ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নঃ** বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে ডিপিপি'তে ২৫৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪৮৯টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত সংস্কার বাবদ ২৫৪.৪৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলা পরিদর্শনের সময় মোট ০৪ (চার)টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয় এবং এ সম্পর্কিত বিস্তারিত পর্যালোচনা অনুচ্ছেদঃ ১১.৫-এ বর্ণনা করা হয়েছে।

১০.৭ **চিকিৎসা সাহায্য মঞ্জুরীঃ** ক্যান্সার, কিডনী এবং লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত মোট ১২০০ জন গরীব রোগীকে চিকিৎসা সাহায্য বাবদ ডিপিপিতে বরাদ্দকৃত ৬০০.০০ লক্ষ টাকা (জনপ্রতি ৫০,০০০/-) বরাদ্দের বিপরীতে সমুদয় অর্থ ব্যয় হয়েছে। পরিদর্শনের সময় সাহায্য প্রাপ্তদের মধ্যে ২ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। সাক্ষাৎ প্রদানকারীদের তালিকা সংযুক্তি-১ এ এবং তাদের মতামত অনুচ্ছেদঃ ১১.৪ (ঘ)-এ বর্ণনা করা হয়েছে।

১০.৮ **মেশিনারী ও যন্ত্রপাতিঃ** প্রকল্প কার্যালয়ের জন্য কম্পিউটার এবং আনুষংগিক যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ডিপিপিতে বরাদ্দকৃত ২.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ১.৯৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। বর্তমানে এসব উপকরণগুলো সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান।

১১.০ প্রকল্পের সামগ্রিক মূল্যায়নঃ

১১.১ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা সাপেক্ষে প্রকল্পটি মূল্যায়ন করা হয়েছেঃ

(i) প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার সাথে পরিদর্শনকালীন সময়ে প্রকল্পের সামগ্রিক বাস্তবায়ন অবস্থার তুলনা;
(ii) প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি এবং পিসিআর পর্যালোচনা;
(iii) উপকারভোগীদের মতামত; এবং
(iv) প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা।

১১.২ প্রকল্প মূল্যায়নের দুর্বল দিকঃ

❖ প্রকল্পটি প্রায় সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী বাস্তবায়িত হলেও প্রকল্পটি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিসেবে হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কতিপয় কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়।

❖ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম পরিদর্শনের ক্ষেত্রে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ সকল স্থানে নিয়ে গিয়েছেন সেগুলো পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

১১.৩ <u>প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী বাছাইঃ</u>

প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীদের বাছাই করার ক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে আহবায়ক এবং সংশ্লিষ্ট জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক-কে সদস্য-সচিব করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সভাপতি এবং উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাকে সদস্য-সচিব করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। সম্ভাব্য উপকারভোগী বাছাই করার জন্য এলাকায় প্রচার-প্রচারণা চালানো হত এবং তাদের কাছ থেকে সংগ্রহকৃত আবেদনপত্র ডিপিপি নির্দেশিত গাইডলাইন অনুযায়ী উপজেলা পর্যায়ে যাচাই-বাছাই করে জেলা কমিটিতে প্রেরণ করা হতো। জেলা কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হতো মর্মে পরিদর্শনের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অবহিত করেছেন।

১১.৪ <u>পরিদর্শনকালে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং উপকারভোগীদের সাথে আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্যাবলীর বিশ্লেষণ নিম্নরূপঃ</u>

(ক) <u>চা বাগানের শ্রমিকদের সাহায্য মঞ্জুরীঃ</u> হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলায় মোট ২৪টি চা বাগান রয়েছে এবং এসব চা বাগানের মোট ৭৫০০ জন শ্রমিককে প্রকল্পের আওতায় খাদ্য সাহায্য প্রদান করা হয়। পরিদর্শনের সময় চান্দপুর চা বাগানের ০৬ জন শ্রমিকের (চা বাগানে মোট ১৬০০ জন শ্রমিক রয়েছে) সাথে প্রকল্পের আওতায় তাদেরকে যেসব খাদ্য সহায়তা করা হয়, তা নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনার সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

- তাদের দৈনিক মজুরী মাত্র ৬৯/- (উনসত্তর) টাকা, তাই খাদ্য সাহায্যের ফলে তারা উপকৃত হয়েছে;
- খাদ্য সাহায্য বাবদ যে আলু দেয়া হয়েছিল (প্রতি পরিবারকে ৫ কেজি) তা নিম্নমানের ছিল মর্মে তারা জানিয়েছেন;
- তিন কিস্তির খাদ্য সহায়তার মধ্যে প্রথম কিস্তিতে প্রাপ্ত সয়াবিন তেল (প্রতি পরিবারের জন্য ২ লিটার) ভালো মানের ছিল (তীর সয়াবিন তেল) কিন্তু পরবর্তীতে প্রাপ্ত সয়াবিন তেল নিম্নমানের ছিল বলে তারা জানিয়েছেন;
- প্রত্যেককে যে শাড়ী/লুঙ্গি প্রদান করা হয়েছে (প্রকল্প চলাকালীন সময়ে একবার) তা অত্যন্ত নিম্নমানের বলে উপকারভোগীরা অভিযোগ করেছেন এবং এ নিয়ে তারা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন;
- প্রকল্পটির ১ম পর্যায়ে যারা সাহায্য পেয়েছেন, তাদেরকে বর্তমান প্রকল্পের আওতায় সাহায্য প্রদান করা হয়নি। ফলে সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট হয়েছে বলে বর্তমান প্রকল্পের উপকারভোগীরা জানিয়েছেন। তারা জানিয়েছেন যে, সবার জীবন-যাত্রার মান এক হলেও কেউ সাহায্য পেয়েছে কেউ সাহায্য পায়নি, যা এক ধরনের ভেদাভেদের জন্ম দিয়েছে। যেটি প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে তারা জানিয়েছে। এসব ক্ষেত্রে তাদের পরামর্শ হল- ভবিষ্যতে এ ধরনের কার্যক্রম গৃহীত হলে পরিবার প্রতি খাদ্য সাহায্যের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েও যেন সবাইকে খাদ্য সাহায্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(খ) <u>লিল্লাহ বোর্ডিং-এর ছাত্রদের এককালীন সহায়তা প্রদানঃ</u> হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলার সাহায্যপ্রাপ্ত লিল্লাহ বোর্ডিংগুলোর মধ্যে মোট ৩টি কওমী মাদ্রাসার লিল্লাহ বোর্ডিং পরিদর্শন করা হয় (মাদ্রাসা সম্পর্কিত তথ্য সংযোজনী-১ এ বর্ণিত আছে) এবং এ সময় লিল্লাহ বোর্ডিং-এর হোস্টেল সুপার এবং ০৬ জন ছাত্রের সাথে আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্যগুলো নিম্নরূপঃ

❖ সাধারণতঃ এসব মাদ্রাসায় সমাজের দরিদ্র এবং অবহেলিত ছাত্ররা পড়াশোনা করে থাকে;
❖ এলাকার মানুষের দানের উপর নির্ভর করে মাদ্রাসাগুলো পরিচালিত হচ্ছে;
❖ সরকারি সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে (ছাত্র প্রতি এককালীন ১০০০/-টাকা) লিল্লাহ বোর্ডিং-এ অবস্থানরত গরীব ছাত্রদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে;
❖ ডিপিপি'র উদ্দেশ্য অনুযায়ী লিল্লাহ বোর্ডিং-এর ছাত্রদেরকে সমাজের মূলধারায় নিয়ে আসার জন্য কোন কার্যক্রম ডিপিপি'তে অন্তর্ভুক্ত ছিলনা, শুধুমাত্র ছাত্রদেরকে এককালীন ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে; এবং
❖ সাক্ষাৎ প্রদানকারী ০৬ (ছয়) জন ছাত্রই জানিয়েছেন যে, তারা প্রাপ্ত টাকা দিয়ে নতুন জামা-কাপড় ক্রয় করেছে।

(গ) <u>অবকাঠামোগত উন্নয়নঃ</u>

বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কারের জন্য হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলায় সাহায্য বরাদ্দপ্রাপ্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪টি প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়, এ সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রাপ্ত সাহায্যের পরিমাণ	সাহায্য যে কাজে ব্যবহৃত হয়েছে	বাস্তব চিত্র
১	শংকর জ্যোতি মঠ ও মিশন; ছনাও, রামশ্রী, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ	১,০০,০০০/-	প্রাপ্ত সাহায্য দিয়ে নির্মীয়মান একটি ভবনের সিঁড়ি তৈরি করার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। পরিদর্শনের সময় দেখা যায় যে, সিঁড়ির আংশিক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।	
২	শ্রী শ্রী বাসুদেব মন্দির, চুনারুঘাট পৌরসভা, হবিগঞ্জ	১,০০,০০০/-	মন্দির কমিটির সম্পাদক জনাব প্রণয়পাল জানান, ৪ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট সাধুসন্ত ভবনের দ্বিতীয় তলার কাজ সম্পন্নের জন্য এ অর্থ ব্যয় হয়েছে। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় তলার কাজ সম্পন্ন করতে মোট ১৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, যা মানুষের দান এবং সরকারি অন্যান্য অনুদান হতে সংগ্রহ করা হয়েছে।	
৩	দক্ষিণ (মধ্য) দেওরগাছ জামে মসজিদ, মধ্য দেওরগাছ, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ	৪০,০০০/-	মসজিদের সহকারী ক্যাশিয়ার জনাব মো আব্দুর রশিদ (মোবাইল ০১৭১৫৪৯৫৪৫২) জানান, বিদ্যমান টিনের মসজিদটি ভেঙ্গে পাকা মসজিদ তৈরির কাজে প্রাপ্ত অর্থ ব্যয় হয়েছে।	
৪	হিমালিয়া জামে মসজিদ, ১০ নং মিরাশি ইউনিয়ন, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ	১,০০,০০০/-	মসজিদটির ১ম তলা নির্মাণ কাজে এ অর্থ ব্যবহার করা হয়েছে বলে মসজিদ কমিটির সভাপতি জনাব ফয়েজুর রহমান (মোবাইল ০১৭৩৩৭৩৬০৭৪) জানান।	

(ঘ) **চিকিৎসা সাহায্যঃ** সার্বিক পর্যালোচনায়/পরিবীক্ষণে প্রকল্পটির সফল কার্যক্রম হিসেবে গরীব রোগীদেরকে অর্থ সাহায্য প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত গরীব রোগীদেরকে চিকিৎসা সহায়তা বাবদ হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলায় মোট ৩১ জন রোগীকে অর্থ সাহায্য প্রদান করা হয়। পরিদর্শনের সময় ২ জন সাহায্য গ্রহীতার পরিবারের সাথে আলোচনা হয়। সাক্ষাৎ প্রদানকারীদের তথ্য সংযোজনী- ১ এ এবং আলোচনার সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

- অর্থ সাহায্যের ফলে চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করার ক্ষেত্রে তাদের অপরিসীম উপকার হয়েছে;
- সরকারের সাহায্যের ফলেই তারা তাদের পরিবারের চিকিৎসা করাতে সক্ষম হয়েছেন;
- অর্থ সাহায্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাদের কোনরূপ সমস্যা হয়নি।

১১.৫ নিম্নে প্রকল্প মূল্যায়নের পাঁচটি Criteria'র সাথে প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর বর্তমান অবস্থার যথার্থতা বিশ্লেষণ করা হয়েছেঃ

Evaluation Criteria	বিবেচ্য বিষয়সমূহ	প্রকল্পে প্রতিফলন
Relevancy	MDG, Sixth Five Year Plan এর সাথে সম্পর্কযুক্ত কি-না	প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এমডিজি'র যে ৮টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে, তার কোনটির সাথেই সরাসরি সম্পর্কযুক্ত নয়। Sixth Five Year Plan-এর Part-2 এ পৃষ্ঠা নং ৪২২-এ বর্ণিত

Evaluation Criteria	বিবেচ্য বিষয়সমূহ	প্রকল্পে প্রতিফলন
		আছে যে The government is also committed to achieve the MDG target of eliminating extreme poverty through an integrated and comprehensive social safety net program which will be Sustainable. যেহেতু Social Protection উদ্যোগটি Sustainable নয় (যা Sustainable Criteria'তে আছে) কাজেই এটি Sixth Five Year Plan-এর সাথেও সরাসরি সম্পর্কযুক্ত মনে হয়নি।
Effectiveness	প্রকল্পটির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে বা প্রকল্পটি তার মূল লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হবে কি-না	প্রকল্পটির সার্বিক কোন লক্ষ্যমাত্রা ছিল না। তবে যে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাগুলো অনুমোদিত ডিপিপি'তে বর্ণিত আছে, সেগুলো অর্জিত হলেও এ অর্জিত লক্ষ্যমাত্রাগুলোর Impact এবং Sustainability নেই বলে প্রতীয়মান হয়েছে, যা Impact ও Sustainability Criteria'তে আলোচনা করা হয়েছে।
Efficiency	প্রকল্পের Financial Resource প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে কতটা economically ব্যবহার করা হয়েছে।	প্রকল্পের আওতায় লিল্লাহ বোর্ডিং, রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধ বিহার, মঠ, টোল ও মিশনারী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সাহায্যের পরিমাণ, অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অনুদান এবং গরীব রোগীদের সাহায্যের পরিমাণ নির্দিষ্ট ছিল। কাজেই এক্ষেত্রে Minimum invest-এ Maximum benefit পাওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। তবে চা শ্রমিকদের খাদ্য সহায়তার প্রক্রিয়াটি উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে।
	প্রকল্পের Benefit Cost Ratio (BCR) সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে অন্য কোন প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে তার থেকে আরো ফলাফল পাওয়া যেত কি-না।	প্রকল্পটির Benefit গুলো Intangible বিধায় এক্ষেত্রে BCR হিসেব করা সম্ভব হয়নি। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে উপকারভোগীদেরকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ বা তাদের মাঝে Income Generating Activity (IGA) বিতরণ করা হলে তা থেকে অধিকতর Benefit পাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকত।
	প্রকল্পটি সময়মত বাস্তবায়িত হয়েছে কি-না।	প্রকল্পটি প্রস্তাবিত সময় অনুযায়ী বাস্তবায়িত হয়েছে।
Impact	প্রকল্পের Intervention এর ফলে কোন ধরনের Positive বা negative change হয়েছে।	প্রকল্পের Intervention-এর ফলে চা শ্রমিক, লিল্লাহ বোর্ডিং-এর ছাত্র বা রামকৃষ্ণ মিশন-এর ছাত্রদের মাঝে তাদের জীবন-যাত্রায় কোন Positive/Negative Change হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়নি। এ বিষয়টি অনুচ্ছেদ ১১.৪ এ বর্ণিত হয়েছে। আবার অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যে অনুদান প্রদান করা হয়েছিল, তাতে প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত সংস্কার পুরোপুরি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি বিধায় সরকারের নিকট তাদের প্রত্যাশা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে গরীব রোগীদেরকে চিকিৎসা সাহায্য বাবদ যে অর্থ প্রদান করা হয়েছে তা তাদের চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে অপরিসীম উপকার সাধন করেছে বলে মনে হয়েছে।
	প্রকল্পের Beneficiary'দের অবস্থা পূর্বের চেয়ে কতটুকু পরিবর্তিত হয়েছে।	প্রকল্পটি মূলতঃ অনুদান প্রদান সংক্রান্ত প্রকল্প ছিল বিধায় উপকারভোগীদের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নে এর তেমন কোন প্রভাব ছিল না বলে প্রতীয়মান হয়েছে।
Sustainability	প্রকল্পের Intervention এর ফলে উপকার-ভোগীদের আর্থ-সামাজিক	প্রকল্পের Intervention এর ফলে উপকারভোগীদের প্রকল্প চলাকালীন সময়ে উপকৃত হয়েছে যা অনুচ্ছেদ ১১.৪ তে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প শেষ হবার সাথে সাথে উপকারভোগীরা এসব সুবিধা আর পাচ্ছে না বা

Evaluation Criteria	বিবেচ্য বিষয়সমূহ	প্রকল্পে প্রতিফলন
	অবস্থার যে পরিবর্তন হয়েছে, তা দীর্ঘ মেয়াদে বহাল থাকবে কি-না	প্রকল্পের এমন কোন কার্যক্রম ছিল না যে যার মাধ্যমে তারা পরবর্তীতে এসব সুবিধা নিজেরা অর্জন করতে পারে। অর্থাৎ সামগ্রিক বিবেচনায় প্রকল্পটি Sustainable হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়।

১২.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন (প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে):

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
(ক) চা বাগানের শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;	প্রকল্প চলাকালীন সময়ে চা বাগানের শ্রমিকদের খাদ্য সাহায্য প্রদান করা হয়েছে, এতে তারা সাময়িকভাবে উপকৃত হয়েছে। কিন্তু এ সাহায্য তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন প্রভাব রাখেনি বলে প্রতীয়মান হয়েছে;
(খ) লিল্লাহ বোর্ডি-এর ছাত্রদেরকে সমাজের মূল ধারায় আনা;	প্রকল্প থেকে লিল্লাহ বোর্ডিং-এর ছাত্রদের প্রত্যেককে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা করে প্রদান করা হয়েছে, যা তারা জামা-কাপড়/বই ক্রয় করা বাবদ ব্যয় করেছে। কিন্তু এ আর্থিক সহায়তা তাদেরকে সমাজের মূল ধারায় অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি;
(গ) রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধ বিহার, মঠ, টোল ও মিশনারী ছাত্র/ছাত্রীদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান;	রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধ বিহার, মঠ এবং টোল এর ছাত্রদেরকেও ১০০০/- (এক হাজার) টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। এ টাকা তারা জামা-কাপড়/বই ক্রয় বাবদ ব্যয় করেছে বলে জানা যায়;
(ঘ) বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান অবকাঠামো মেরামত, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ; এবং	প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/উপাসনালয়ের অবকাঠামোগত সংস্কার, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, তাতে প্রাপ্ত অর্থে প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার ও মেরামত কাজ কিছুটা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে; এবং
(ঙ) ক্যান্সার, কিডনী এবং লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত গরীব রোগীদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান।	ক্যান্সার, কিডনী এবং লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত গরীব রোগীদেরকে প্রকল্প থেকে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এতে গরীব ও বিভিন্ন কঠিন রোগে আক্রান্ত রোগীরা উপকৃত হয়েছে।

১৩.০ উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ

প্রকল্পটি মূলতঃ দান-খয়রাত সংক্রান্ত ছিল। প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প চলাকালীন সময়ে চা শ্রমিকদেরকে খাদ্য সহায়তা করা হয়েছে, কিন্তু এর ফলে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হয়নি। শুধুমাত্র প্রকল্প চলাকালীন সময়ে তাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। এছাড়া লিল্লাহ বোর্ডিং, রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্রদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। গরীব রোগীদেরকে চিকিৎসা বাবদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো সংস্কার বাবদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়গুলোর সামগ্রিক মূল্যায়ন অনুচ্ছেদ ১১ এবং অর্জন অনুচ্ছেদ ১২-এ বর্ণনা করা হয়েছে।

১৪.০ বাস্তবায়ন সমস্যা/বিশেষ পর্যবেক্ষণঃ

১৪.১ মূল্যায়নের ৫টি Criteria-তে উত্তীর্ণ হতে না পারাঃ প্রকল্পটি মূল্যায়নের ৫টি Criteria'র (Relevancy, Effectiveness, Efficiency, Impact, Sustainability) মধ্যে কোন Criteria'তেই সরাসরি উত্তীর্ণ হতে পারেনি, যা অনুচ্ছেদ ১১.৫ এ বর্ণনা করা হয়েছে।

১৪.২ চা বাগানের শ্রমিকদের অবস্থার পরিবর্তন না হওয়াঃ প্রকল্প চলাকালীন সময়ে চা শ্রমিকেরা যে খাদ্য সাহায্য পেয়েছে তাতে তারা উপকৃত হয়েছে। কারণ, এ সময় তারা খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা করতে হয়নি, যদিও কিছু খাদ্য উপকরণ নিয়ে তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছে (অনুচ্ছেদ ১১.৪ (ক) এ বর্ণিত)। বর্তমানে তারা আবারও খাদ্য নিরাপত্তা বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন।

১৪.৩ লিল্লাহ বোর্ডিং-এর ছাত্রদের সমাজের মূল ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্পর্কিতঃ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল লিল্লাহ বোর্ডিং-এর ছাত্রদেরকে সমাজের মূল ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা, কিন্তু কিভাবে এটি করা হবে সে সম্পর্কিত কোন কার্যক্রম ডিপিপি-তে উল্লেখ ছিলনা। কাজেই এ উদ্দেশ্যটি অর্জিত হয়নি। তবে লিল্লাহ বোর্ডিং-এর ২৯৮৫০ জন ছাত্রকে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা করে মোট ২৯৮.৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে, যা তারা কাপড়/বই ক্রয় করা বাবদ ব্যয় করেছে। আবার রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধ বিহার, মঠ এবং টোল-এর ছাত্রদেরকেও ১০০০/- (এক হাজার) টাকা করে মোট ৩০০০

জন ছাত্রকে মোট ৩০.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, তারাও এ টাকা বই/কাপড় ক্রয় করা বাবদ ব্যয় করেছে। অর্থাৎ এ দুটি ক্ষেত্রে কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই অর্থ ব্যয় করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে, এটি শুধুই দান-খয়রাত সম্পর্কিত একটি ব্যয় ছিল, যার মাধ্যমে সরকার এবং উপকারভোগী কারই লাভ হয়নি বলে মনে হয়েছে। কারণ, এ দান-খয়রাতের কারণে সরকারের নিকট উপকারভোগীদের প্রত্যাশা বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার অন্যদিকে অল্প পরিমাণ সাহায্যের কারণে তাদের বাস্তবিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। কাজেই এ অর্থ সাহায্য কেন করা হল তা সুস্পষ্ট হয়নি।

১৪.৪ **অবকাঠামোগত উন্নয়ন/সংস্কার সম্পর্কিতঃ** বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয়ে সংস্কার বাবদ যে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে তা দিয়ে এসব প্রতিষ্ঠানের সংস্কার কাজ আংশিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে, যা অনুচ্ছেদ ১১.৪ (গ) এ সচিত্র বর্ণনা করা হয়েছে। পরিদর্শনের সময় বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণে মনে হয়েছে এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আর্থিক বরাদ্দ কোন একটি একক কাজ সম্পন্ন করার জন্য মোটেই যথেষ্ট ছিল না, আর্থিক বরাদ্দ দিতে হবে তাই দেওয়া হয়েছে। আবার অন্যদিকে আর্থিক বরাদ্দের কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে দেখা যায় যে, বিভিন্ন চা বাগানের নাচঘর সংস্কারের জন্য এ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, যা অনুমোদিত ডিপিপি'তে উল্লেখ ছিল না।

১৫.০ সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ

যেহেতু প্রকল্পটি জুন, ২০১৩-এ সমাপ্ত হয়েছে কাজেই অনুচ্ছেদ-১৪ -এ বর্ণিত সমস্যা/পর্যবেক্ষণ-এর আলোকে প্রকল্পটি সংশোধনের সুযোগ নেই। কিন্তু সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বা সমাজসেবা অধিদপ্তর যেহেতু সমাজের দরিদ্র্য শ্রেণির মানুষের সার্বিক কল্যাণে কাজ করে থাকে, তাই এ সম্পর্কিত কিছু সুপারিশ নিম্নে বর্ণিত হলঃ

১৫.১ চা বাগানের শ্রমিকদের খাদ্য সাহায্য প্রদানের ফলে তারা প্রকল্প চলাকালীন সময়ে উপকৃত হয়েছে এবং একই সংগে সরকারের উপর তাদের ফবঢ়বহফবহপু বেড়েছে, কিন্তু তাদেরকে স্বাবলম্বী করার ক্ষেত্রে কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। কাজেই এক্ষেত্রে তাদের মাঝে যেকোন Income Generating Activity বিতরণ করা হলে বা এ সম্পর্কিত কোন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলে সেটি অনেক বেশি কার্যকর হত;

১৫.২ লিল্লাহ বোর্ডিং, রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধ বিহার, মঠ, টোল-এর ছাত্রদেরকে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা করে প্রদান করা হয়েছে, যার মাধ্যমে তারা সাময়িকভাবে কিছুটা লাভবান হয়েছে, কিন্তু বৃহত্তর অর্থে তারা পূর্বের অবস্থানেই রয়ে গেছে। কাজেই এ অর্থ দিয়ে বা আরো বেশি অর্থ বিনিয়োগ করে তাদেরকে বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলে তা আরো বেশি ফলপ্রসূ হত বলে মনে হয়;

১৫.৩ অসংখ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান না করে অল্প কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান করা হলে সেটি অনেক বেশি কার্যকর এবং ফলপ্রসূ হত। অনুদানের বিষয়টি ঝঁঢ়ঢ়ষু ফৎরাবহ না হয়ে উবসধহফ ফৎরাবহ হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যদিকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অনুদানের টাকা চা বাগানের নাচঘরের সংস্কার কাজে ব্যবহৃত হওয়ায় বিষয়টি মন্ত্রণালয় হতে ব্যাখ্যা প্রদান করা জরুরি;

১৫.৪ প্রকল্পের আওতায় গরীব রোগীদেরকে চিকিৎসা বাবদ যে অর্থ সাহায্য প্রদান করা হয়েছে, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তবে এভাবে সরকারের পক্ষে সবসময় অর্থ সাহায্য করা সম্ভব নয়, কাজেই এক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারীত্বের মাধ্যমে যেসব হাসপাতাল গড়ে উঠেছে এবং এসব হাসপাতালে ৩০% গরীব রোগীর বিনামূল্যে সেবা পাওয়ার বিষয়টি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করলে গরীব রোগীরা সারা বছরব্যাপী উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়;

১৫.৫ সর্বোপরি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়ে তাদের ঝঃৎধঃবমু গুলো সম্পর্কে পুনরায় চিন্তা করতে পারে। এ ব্যাপারে সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব ডঃ আকবর আলী খানের 'পরার্থপরতার অর্থনীতি' শীর্ষক বইয়ের নিম্নোক্ত উদ্বৃতিটি উল্লেখ করা যায়ঃ

"বিশ্বব্যাপী আজ সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর তোড়-জোড় চলছে। সবাই চায় সমাজের উপর দরিদ্রদের নির্ভরশীলতা কমাতে। দান খয়রাত নয় বরং সকলেই যাতে কাজ করে খেতে পারে এ ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই সামাজিক নিরাপত্তার মূল লক্ষ্য। দান-খয়রাতের মৌলিক তাগাদা পরার্থপরতা হতে পারে। কিন্তু অর্থনৈতিক মৌল উপাদানসমূহ অস্বীকার করে দান-খয়রাত ফলপ্রসূ হয় না। গরীবের ভাল করার ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়। এমনভাবে ভাল করতে হবে যাতে গরীবরা উপকৃত হয়। এ কাজ শুধু আবেগের ভিত্তিতে করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা"।

“এস্টাবলিশিং অব ডিবিকেপি কমিউনিটি হসপিটাল এ- ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার ফর ভালনারেবল স্লাম ডুয়েলারস”

শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)

১। **প্রকল্পের নামঃ** : এস্টাবলিশিং অব ডিবিকেপি কমিউনিটি হসপিটাল-এ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার ফর ভালনারেবল স্লাম ডুয়েলারস

২। **প্রকল্পের অবস্থানঃ** : উপজেলাঃ রূপগঞ্জ, জেলাঃ নারায়ণগঞ্জ।

৩। **বাসত্মবায়নকারী সংস্থাঃ** : সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং দেশবাংলা কল্যাণ পরিষদ (ডিবিকেপি)।

৪। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগঃ** : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

৫। **প্রকল্পের বাসত্মবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ** :

(লক্ষ টাকায়)

সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল প্রাক্কলিত সময়ের%)
	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
	জিওবি সংস্থা মোট	জিওবি সংস্থা মোট	জিওবি সংস্থা মোট					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
জিওবি	১২৫৭.৮৫	১২৫৭.৮৫	১১৭৬.১৫	জানুয়ারী, ২০১১ হতে জুন,২০১৩	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
সংস্থা	৪১৪.০৮	৪১৪.০৮	৩৩৬.৪২					
মোট	১৬৭১.৯৩	১৬৭১.৯৩	১৫১২.৫৭					

০৬। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	পিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১।	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি	জন	১৫৫	১৪৮.৩২	৪৬	৯৭.৪৫ (৬৫.৭০%)
০২।	প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ও প্রশিক্ষণ উপকরণ	--	থোক	১২২.৯৪	থোক	১২১.৪০ (৯৮.৭০%)
০৩।	জমি ক্রয়	একর	০.১৩	৮৪.৫০	০.১৩	৮৪.৫০ (১০০%)
০৪।	নির্মাণ	বর্গ ফুট	২৪৬৬৪.০৮	৬২৮.১৪	২৪৭১০.০০	৬২৮.০৪ (৯৯.৯৮%)
০৫।	যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৮১৪	৪৮০.৩৬	৮১৪	৪৭৯.২১ (৯৯.৭৬%)
০৬।	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৪০৬	১০২.০০	৪০৬	১০১.৯৭ (৯৯.৯৭%)

ক্রমিক নং	পিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০৭।	সিভি/ভ্যাট	থোক	থোক	৯৩.১৭	-	-
০৮।	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী	থোক	থোক	২.৫০	-	-
০৯।	প্রাইস কন্টিনজেন্সী	থোক	থোক	১০.০০	-	-
১০।	মোট	-		**১৬৭১.৯৩**	**৯০%**	**১৫১২.৫৭ (৯০.৪৭%)**

৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পে সংস্থানকৃত সিডি/ভ্যাট, ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সী এবং প্রাইস কন্টিনজেন্সী এর অর্থ প্রয়োজন না পড়ায় অব্যয়িত রয়েছে। এছাড়া, প্রকল্প বাস্তবায়নকালে হাসপাতালের শুধুমাত্র বহির্বিভাগ কার্যক্রম চালু থাকায় নির্ধারিত সকল জনবল নিয়োগ করা যায়নি বলে জানা যায়। তবে, বর্তমানে অন্ত:বিভাগ চালু করায় পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট জনবল নিয়োগ করা হবে মর্মে পরিদর্শনকালে জানা যায়।

৮। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৮.১ **পটভূমিঃ** নারায়নগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলাধীন চোনপাড়া গ্রামের চারপাশের বস্তিতে ৪০ হাজার বস্তিবাসীর বাস। এসকল বস্তিবাসী স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসহ সকল মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত। কর্মময় জীবনে প্রবেশের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য বস্তিতে বসবাসকারী এ সকল দরিদ্র ও অসহায় যুবকদের কারিগরি প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। তাছাড়া মাতৃ স্বাস্থ্য ও শিশু যত্নের জন্য ন্যূনতম প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। বর্ণিত এলাকায় বসবাসকারী বস্তিবাসীদের অতি জরুরী প্রয়োজন ও অধিকারের প্রতি সাড়া দিয়ে দেশ বাংলা কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

(ক) সমাজের অনগ্রসর জনসাধারণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;
(খ) দ্রুততম সময়ে প্যাথলজিক্যাল সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর রোগ নির্ণয় নিশ্চিতকরণ;
(গ) দরিদ্র বস্তিবাসীদেরকে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং
(ঘ) ৩০% দরিদ্র রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান।

৯। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ** আলোচ্য প্রকল্পটির উপর গত ২৭/০১/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত প্রকল্পটি ১৬৭১.৯৩ (জিওবি: ১২৫৭.৮৫ এবং প্রত্যাশী সংস্থা: ৪১৪.০৮) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১৩ বাস্তবায়ন মেয়াদে গত ২৭.০৩.২০১১ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ডিপিইসি সভার সুপারিশক্রমে গত ০২/১২/২০১১ তারিখে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পটির আন্ত:খাত সমন্বয় করা হয়।

১০। <u>প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ</u> প্রকল্পটির পুরো বাস্তবায়ন মেয়াদে নিম্নবর্ণিত একজন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেনঃ

নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	নিয়োগের ধরণ	মেয়াদকাল		মন্তব্য
			যোগদান	বদলী	
১।	জনাব মেসবাহুল আলম উপ-সচিব	খন্ডকালীন	১০-০৪-২০১১	৩০-০৬-২০১৩	প্রকল্পের শেষ অবধি প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১১। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ</u>

ক্রঃনং	পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্য অর্জন
০১	সমাজের অনগ্রসর জনসাধারণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ	প্রকল্প এলাকাভুক্ত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৭ তলা বিশিষ্ট একটি হাসপাতাল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় (রূপগঞ্জ থানায়) প্রায় ২ লক্ষ জনসাধারণ বসবাস করে। এখানকার জনসাধারণ এই হাসপাতালের মাধ্যমে তাদের সাধারণ রোগ ছাড়াও গর্ভকালীন মাতৃসেবা এবং অন্যান্য আধুনিক ও বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবা পেয়ে থাকেন। প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত এ হাসপাতালে আউটডোর ও ইনডোর দু'ধরনের সুবিধাই বর্তমান। পরিদর্শনকালে ইনডোরে ১০০টি শয্যা স্থাপিত অবস্থায় দেখা যায়। পূর্বে এ ধরনের চিকিৎসা সেবার জন্য ২৫ কি:মি: দূরে নারায়ণগঞ্জ সদরে যেত বিধায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তি কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল ছিল।
০২	দ্রুততম সময়ে প্যাথলজিক্যাল সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর রোগ নির্ণয় নিশ্চিতকরণ;	নির্মিত হাসপাতালে আল্ট্রাসনোগ্রাম, এক্স-রেসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ক্লিনিক্যাল সেবা বর্তমান রয়েছে। এছাড়া, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দ্রুত রোগ নির্ণয়ের লক্ষ্যকে সামনে রেখে স্থাপিত হাসপাতালে প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার জন্য একটি আধুনিক পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে।
০৩	দরিদ্র বস্তিবাসীদেরকে আত্ম-নির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান;	নির্মিত ভবনে হাসপাতাল কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রতিবছর ৮৪০ জন ঝুঁকিপূর্ণ কিশোর-কিশোরীকে সেলাই, ব্লক প্রিন্ট/বুটিক/এমব্রয়ডারী, হস্তশিল্প এবং কাঠের কাজ ইত্যাদি বৃত্তিমূলক বিষয়ে প্রশিক্ষণসহ প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদেরকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেয়া হয় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বনিয়োজিত পেশায় সহায়তা প্রদান করা হয়।
০৪	৩০% দরিদ্র রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান;	হাসপাতালটি দরিদ্র এলাকায় স্থাপিত হওয়ায় ৩০% রোগীকে বিনামূলে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা ছাড়াও সকল ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে মর্মে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়।

১২। <u>উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ</u> প্রযোজ্য নয়।

১৩। প্রকল্প পরিদর্শনঃ

আলোচ্য প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ আইএমইডি কর্তৃক গত ০৬/০২/২০১৪ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধিসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সরেজমিনে পরিদর্শন সাপেক্ষে প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংগসমূহের বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কে নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

১৩.১ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ অনুমোদিত প্রকল্পে কাঠের কাজ, দর্জিবিজ্ঞান, হস্তশিল্প ও এ্যামব্রয়ডারি- এ ৪টি ট্রেডে তিন মাস প্রশিক্ষণ প্রদানের সংস্থান ছিল। সে অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় মোট ৮৪০ জন দুস্থ ও দরিদ্র ব্যাক্তিকে প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে এককালীন প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। পরিদর্শনের সময় বিভিন্ন ট্রেডে বিশেষ করে কাঠের কাজ, দর্জিবিজ্ঞান, এমব্রয়ডারীর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং আনুষাঙ্গিক সুবিধাদিসহ পৃথক পৃথক কক্ষ পর্যবেক্ষণ করা হয়। পরিদর্শনকালে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের ম্যানুয়েল ও হাজিরা খাতা পরীক্ষা করা হয়। হাজিরা খাতা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন বিভিন্ন ব্যাচে নিম্নবর্ণিত প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীগণ উপস্থিত ছিলঃ

ক্রঃনং	প্রশিক্ষণার্থীর নাম	ট্রেডের নাম
০১	মোঃ রিপন মিয়া	কাঠের কাজ
০২	মোঃ আনোয়ার হোসেন	কাঠের কাজ
০৩	মোঃ খোরশেদ আলম	কাঠের কাজ
০৪	রহিমা বেগম	ব্লক-বুটিক এ্যামব্রয়ডারী
০৪	সালমা	ব্লক-বুটিক এ্যামব্রয়ডারী
০৫	শিখা কর্মকার	ব্লক-বুটিক এ্যামব্রয়ডারী
০৬	হামিদা বেগম	টেইলারিং
০৭	মাজেদা খাতুন	হস্তশিল্প

১৩.২ নির্মাণঃ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় হাসপাতাল কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৬২৮.১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০৭ (সাত) তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের সংস্থান ছিল। এ সংস্থানের বিপরীতে ৬২৮.০৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭ তলাবিশিষ্ট হাসপাতাল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত অবকাঠামোটির প্রতিটি তলা ও কক্ষসমূহ পরিদর্শন করা হয়। নির্মিত হাসপাতাল ভবনের নিচ তলায় ইমার্জেন্সী বিভাগ, ২য় তলায় কনসালটেন্টগণের বসার কক্ষ, ৩য় তলায় Ultrasonogram, Pathology, X-Ray ও Echo, ৪র্থ তলায় OT ও কনসালটেন্টগণের বসার কক্ষ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলায় মহিলা, পুরুষ ও শিশু ওয়ার্ডে মোট ১০০টি শয্যা স্থাপন করা হয়েছে এবং ৭ম তলা হাসপাতাল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। আপাত দৃষ্টিতে নির্মাণ কাজ সন্তোষজনক মর্মে প্রতীয়মান হয়। নির্মিত ভবনে রোগী পরিবহনের জন্য একটি লিফট স্থাপন করা হয়েছে যা পরিদর্শনকালে চালু অবস্থায় পাওয়া যায়। লিফট এর সাথে জেনারেটরের সংযোগ রয়েছে মর্মে সংস্থার প্রতিনিধি পরিদর্শনকালে জানান। নির্মাণ কাজে ঠিকাদার নিয়োগে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক সরকারি ক্রয় নীতি যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয়েছে মর্মে উপস্থাপিত ডকুমেন্ট পরীক্ষান্তে প্রতীয়মান হয়।

১৩.৩ যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংগ্রহঃ অনুমোদিত ডিপিপিতে মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ৪৮০.৩৬ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। অনুমোদিত সংস্থানের বিপরীতে ৪৭৯.২১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ধারিত ৮১৪টি মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া, অনুমোদিত প্রকল্পের সংস্থান মোতাবেক ১০১.৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ব্যবহার উপযোগী ৪০৬টি আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রসমূহ হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বিভিন্ন কক্ষে স্থাপন ও ব্যবহার করা হচ্ছে। সংগৃহীত আসবাবপত্রসমূহ আপাতদৃষ্টিতে মানসম্মত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ে সরকারি ক্রয় নীতি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়েছে মর্মে পরিদর্শনকালে দেখা যায়। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পরিদর্শনকালে পরীক্ষা করা হয়। পরিদর্শনকালে এক্সরে, আল্ট্রাসনোগ্রামসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি সচল অবস্থায় দেখা গেছে।

১৪। বিশেষ পর্যবেক্ষণঃ

নির্মিত হাসপাতালটি দারিদ্র্য-অধ্যুসিত এলাকায় অবস্থিত বিধায় ডিবিকেপি কর্তৃক ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে হ্রাসকৃত এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে এ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগকৃত ১ জন প্যাথলজি ডাক্তার, ১ জন রেডিওলজি ডাক্তার, ১ জন সার্জন, ৪ জন জেনারেল ডিউটি ডক্টর, ৫ জন নার্স, ৪ জন প্যাথলজি/রেডিওলজি

টেকনিশিয়ান পূর্ণকালীন নিয়োজিত আছেন। এছাড়া, এ হাসপাতালে ৭ জন কনসালটেন্টগণ নিয়মিতভাবে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকেন। তথাপি অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল নিয়োগের মাধ্যমে আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদান অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় এবং পরিদর্শনকালে এ প্রতিষ্ঠানের হাসপাতাল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অপ্রতুলতা পরিলক্ষিত হওয়ায় ভবিষ্যতে নির্মিত হাসপাতালটি লাভজনক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এক্ষেত্রে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত হাসপাতালসমূহ কর্তৃক স্বল্পমূল্যে/বিনামূল্যে দাতব্য চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়নসহ মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করার আবশ্যকতা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৫। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১৫.১ জনবল নিয়োগে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন না করাঃ আলোচ্য প্রকল্পের হাসপাতাল কার্যক্রম/স্বাস্থ্য সেবা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত প্রকল্প বাস্তবায়নকালের জন্য মোট ১৫৫ জন জনবলের সংস্থান ছিল। কিন্তু প্রাপ্ত পিসিআর এবং পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক হাসপাতাল কার্যক্রম/স্বাস্থ্য সেবা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত প্রকল্প বাস্তবায়নকালে মাত্র ৪৬ জন জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। জনবলের বেতন-ভাতাদি বাবদ অনুমোদিত প্রকল্পে মোট ১৪৮.৩২ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ব্যয় করা হয়েছে ৯৭.৪৫ লক্ষ টাকা। পরিদর্শনকালে বেতন-ভাতাদি পরিশোধ সংক্রান্ত ডকুমেন্ট পরীক্ষা করে এ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি জানান যে, প্রকল্প বাস্তবায়নকালে হাসপাতালের শুধুমাত্র বহির্বিভাগ কার্যক্রম চালু থাকায় নির্ধারিত সকল জনবল নিয়োগ করা যায়নি। তবে, বর্তমানে অন্ত:বিভাগ চালু করায় পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট জনবল নিয়োগ করা হবে মর্মে পরিদর্শনকালে জানানো হয়।

১৫.২ স্থাপিত অধিকাংশ শয্যা অব্যবহৃত থাকাঃ পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় নির্মিত হাসপাতালের বহির্বিভাগে আগত রোগীদের নিয়মিত চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। হাসপাতালের অন্ত:বিভাগে ১০০টি শয্যা স্থাপন করা হয়েছে। তবে ১০০টি শয্যা স্থাপন করা হলেও পরিদর্শনকালে মাত্র ১২ জন রোগীকে অন্ত:বিভাগে ভর্তি অবস্থায় দেখা যায়, অর্থাৎ অধিকাংশ শয্যা অব্যবহৃত রয়েছে। এ বিষয়ে প্রত্যাশী সংস্থার প্রতিনিধি জানান যে, অন্ত:বিভাগ অতি সম্প্রতি চালু করা হয়েছে বিধায় ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা আপাতত কম। তিনি আরও জানান যে, স্থাপিত হাসপাতালের সুবিধাদি বিষয়ে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে অন্ত:শয্যায় রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

১৫.৩ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান সংক্রান্তঃ বেসরকারি খাতে গৃহীত প্রকল্পে সরকারি সাহায্য প্রদানের সর্বশেষ নীতিমালা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হাসপাতালসমূহে কমপক্ষে ৩০% দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য নির্দেশনা রয়েছে। এটি আলোচ্য প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান সংক্রান্ত কোন কর্মপরিকল্পনা/নীতিমালা প্রণয়ন করেনি। এছাড়া, বিষয়টি সাধারণ জনগণকে অবহিতকরণের লক্ষ্যে হাসপাতাল ভবনের সন্মুখে সাইনবোর্ড/সিটিজেন চার্টার স্থাপন করা হলেও তা দৃষ্টিগোচরযোগ্য নয়। অধিকন্তু, বিনামূল্যে সেবাপ্রাপ্ত রোগীদের জন্য টিকিট বা পৃথক রেজিষ্টারের ব্যবস্থা নেই। তবে পরিদর্শনকালে সাধারণ রেজিষ্ট্রার হতে বিনামূল্যে সেবাপ্রাপ্ত রোগীদের তালিকা চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৬। সুপারিশঃ

১৬.১ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ হাসপাতালের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দাতব্য কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট থাকবে। অধিকন্তু পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত হাসপাতালসমূহ কর্তৃক স্বল্পমূল্যে/বিনামূল্যে দাতব্য চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়নসহ মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে;

১৬.২ দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য পৃথক টিকিট ও রেজিষ্ট্রারের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া, হাসপাতাল অন্ত:বিভাগে স্থাপিত ১০০টি শয্যার মধ্যে দরিদ্র রোগীদের জন্য পৃথক শয্যা চিহ্নিত করতে হবে;

১৬.৩ প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদির বিষয়ে জনগণকে অবহিত করার লক্ষ্যে দৃশ্যমান স্থানে সাইনবোর্ড স্থাপনসহ ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৬.৪ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অনতিবিলম্বে হাসপাতাল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অবশিষ্ট ডাক্তার, নার্স, টেকনিশিয়ানসহ অন্যান্য সকল জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে; এবং

১৬.৫ উপরিউক্ত ১৬.২ - ১৬.৪ এর আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক তা আইএমইডি'কে ৩ মাসের মধ্যে অবহিত করতে হবে।

"Establishment of a Liver Transplantation Unit in Bangladesh Diabetic Association (BADAS)" শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)

১.০ প্রকল্পের অবস্থান : শাহবাগ, ঢাকা।

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন (বাডাস)

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট জিওবি (সংস্থা)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট জিওবি (সংস্থা)	মোট জিওবি (সংস্থা)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১৫৫৯.০০ ৯২৮.৭৭ (৬৩০.২৩)	--	১৫৭৪.৬২* ৮৯৫.৫৪ (৬৭৯.০৮)	জানুয়ারি ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১২	জানুয়ারি ২০১২ হতে জুন ২০১৩	জানুয়ারি ২০১২ হতে জুন ২০১৩	--	৬ মাস (৫০%)

* প্রকল্পের নির্মাণ কাজের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে (পিসিআর অনুযায়ী) এবং এ বর্ধিত ব্যয় সংস্থার নিজস্ব তহবিল হতে নির্বাহ করা হয়েছে। ফলে প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা প্রকৃত ব্যয় বেশি হয়েছে।

৫.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা				প্রকৃত বাস্তবায়ন			
			বাস্তব	জিওবি	সংস্থা	মোট	বাস্তব	জিওবি	সংস্থা	মোট
১।	জনবলের প্রশিক্ষণ	জন	১১	-	৫৫.৭৪	৫৫.৭৪	১৭	-	৫৫.৪৫	৫৫.৪৫
২।	যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	১৬৩	৯১০.৫৬	১৭৩.৪৯	১০৮৪.০৫	১৬১	৮৯৫.৫৪	১৭৩.৪৯	১০৬৯.০৩
৩।	নির্মাণ	বঃফুট	১০০০০	-	৩০১.০০	৩০১.০০	১০০০০	-	৩৫০.১৪	৩৫০.১৪
৪।	সিডি ভ্যাট	থোক	-	-	১০০.০০	১০০.০০	-	-	১০০.০০	১০০.০০
৫।	প্রাইজ কন্টিনজেন্সি	থোক	-	১৮.২১	-	১৮.২১	-	-	-	-
	মোটঃ		**-**	**৯২৮.৭৭**	**৬৩০.২৩**	**১৫৫৯.০০**	**-**	**৮৯৫.৫৪**	**৬৭৯.০৮**	**১৫৭৪.৬২**

৬.০ কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই। তবে পরিদর্শনের সময় প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত কাজগুলো অসম্পন্ন পাওয়া যায়ঃ

- ❖ অপারেশন থিয়েটার কক্ষগুলো সংস্কার/মেরামত না করা;
- ❖ সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশন স্থাপন অসম্পন্ন;
- ❖ যন্ত্রপাতিগুলো স্থাপন না করা।

এ সময় দেখা যায় যে, সংস্থা কর্তৃক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না করায় যন্ত্রপাতিগুলো স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না এবং কিছু যন্ত্রপাতি ক্রয় না করায় সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশন স্থাপন অসম্পন্ন রয়েছে।

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ পটভূমিঃ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ১১% লোক কোন না কোনভাবে লিভার সংক্রান্ত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। তাদের অধিকাংশই সুচিকিৎসার অভাবে ধীরে ধীরে রোগের শেষ ধাপে পৌঁছে যায়। এ পর্যায়ে লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন হচ্ছে চূড়ান্ত চিকিৎসা। এই চিকিৎসা পদ্ধতি জটিল ও অধিক ব্যয়বহুল। এ রোগে আক্রান্ত বাংলাদেশের অধিকাংশ রোগীই বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে বিদেশে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না। আবার অনেকে এ সংক্রান্ত চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাচ্ছে বলে দেশের অর্থ বিদেশে চলে যাচ্ছে। বাংলাদেশে লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন বিষয়ক চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করা গেলে একদিকে যেমন কম খরচে রোগীদের এ সংক্রান্ত উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে, অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশে প্রথম বারডেম হাসপাতালে জুলাই ১৯৯৯ থেকে লিভার, প্যানক্রিয়েটিক এন্ড বিলিয়ারি সার্জারি বিভাগে লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন বিষয়ক চিকিৎসা সেবা প্রদান চালু করে। এরপর থেকে বিপুল সংখ্যক লিভার রোগীকে বিভিন্ন ধরনের জটিল লিভার ও প্যানক্রিয়েটিক রিসেকশন এবং বিলিয়ারি রিকনস্ট্রাকশনস সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করছে। লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের মত জটিল চিকিৎসা সেবা সহজে ও কম খরচে বাংলাদেশে প্রদান করার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

৭.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) লিভার রোগে আক্রান্ত রোগীদেরকে চিকিৎসা সেবা প্রদান;
খ) লিভার রোগ ও লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা; এবং
গ) লিভার রোগে আক্রান্ত ৩০% গরীব রোগীর বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান।

৮.০ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

প্রকল্পটির ডিপিপি'র উপর ৩০/০৩/২০১১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশের আলোকে প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি জানুয়ারি ২০১২ থেকে ডিসেম্বর ২০১২ মেয়াদে মোট ১৫৫৯.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৯২৮.৭৭ লক্ষ টাকা ও বাডাস ৬৩০.২৩ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য ০২/১০/২০১১ তারিখে তৎকালীন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে অনুমোদিত প্রকল্পে সংস্থানকৃত যন্ত্রপাতি ক্রয়ে বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্পের যাবতীয় কার্যাবলী নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। তাই প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ ৬ মাস বৃদ্ধি করে জানুয়ারি ২০১২ থেকে জুন ২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৯.০ বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি			ব্যয়		
	মোট	টাকা	সংস্থা	মোট	টাকা	সংস্থা	মোট	টাকা	সংস্থা
২০১১-২০১২	৪০০.০০	৪০০.০০	-	-	-	-	-	-	-
২০১২-২০১৩	৯১১.০০	৯১১.০০	-	৯১০.৫৬	৯১০.৫৬	-	৮৯৫.৫৬	৮৯৫.৫৬	-
মোটঃ	**১৩১১.০০**	**১৩১১.০০**	**-**	**৯১০.৫৬**	**৯১০.৫৬**	**-**	**৮৯৫.৫৬**	**৮৯৫.৫৬**	**-**

*** পিসিআর-এ সংস্থার (বাডাস) নিজস্ব অর্থের বছর ভিত্তিক অবমুক্তি ও ব্যয় উল্লেখ করা হয়নি।**

১০.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	যোগদানের তারিখ	বদলির তারিখ
০১	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন সরকার উপ-পরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	২৬/০১/২০১২	৩০/০৬/২০১৩

১১.০ প্রকল্প পরিদর্শনঃ

প্রকল্পটি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে আইএমইডি কর্তৃক ০২/১২/২০১৪ তারিখে শাহবাগস্থ প্রকল্পটির আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় প্রকল্প পরিচালক, বারডেম-এর পরিচালক (পরিকল্পনা) এবং বারডেম-এর অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১১.১ প্রকল্পটি জুন, ২০১৩ এ সমাপ্ত ঘোষিত হলেও অদ্যাবধি প্রকল্পের কাজ চলমান থাকাঃ

প্রকল্পটির অনুকূলে জানুয়ারি ২০১২ হতে জুন ২০১৩ মেয়াদে মোট ১৫৭৪.৬২ লক্ষ টাকা (জিওবি ৮৯৫.৫৪ লক্ষ টাকা ও প্রঃসাঃ ৬৭৯.০৮ লক্ষ টাকা) ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় জিওবি খাতের সকল অংগের কাজ সম্পন্ন হলেও সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নের আওতাধীন কয়েকটি অংগের কাজ এখনও সম্পন্ন না হওয়ায় প্রকল্পের কার্যক্রম এখনও চালু সম্ভব হয়নি।

১১.২ **জনবলের প্রশিক্ষণঃ** প্রকল্পের আওতায় সংস্থার নিজস্ব অর্থে ১১ জনের প্রশিক্ষণ বাবদ ডিপিপিতে ৫৫.৭৪ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে মোট ৫৫.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ অর্থ দিয়ে বারডেম-এর বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ১৭ জনকে (ডাক্তার ১১ জন এবং নার্স ৬ জন) বিভিন্ন মেয়াদে (ডাক্তারদের ৩ মাস ও নার্সদের ১ মাস) ভারতের এ্যাপোলো হাসপাতালে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে এ্যাপোলো হাসপাতালের সার্বিক সহযোগীতায় বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি কর্তৃক ২ জন রোগীর লিভার সফলতার সাথে স্থানান্তর করা হয়েছে এবং বর্তমানে উক্ত ২ জন রোগী সুস্থ আছেন মর্মে পরিদর্শনের সময় ডায়াবেটিক সমিতি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় এ্যাপোলো হাসপাতাল, নিউ দিল্লির সাথে ডায়াবেটিক সমিতির সম্পাদিত MOU চুক্তি অনুযায়ী এ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

১১.৩ **যন্ত্রপাতি ক্রয়ঃ** প্রকল্পের আওতায় যন্ত্রপাতি ক্রয় খাতে ১০৮৪.০৫ লক্ষ টাকা (জিওবি ৯১০.৫৬ লক্ষ টাকা ও সংস্থা ১৭৩.৪৯ লক্ষ টাকা) ডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে মোট ১০৬৯.০৩ লক্ষ টাকা (জিওবি ৮৯৫.৫৪ লক্ষ টাকা ও সংস্থা ১৭৩.৪৯ লক্ষ টাকা) ব্যয় করা হয়েছে। এ অর্থ দিয়ে ৪৯ ধরনের মোট ১৬১টি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী ৫০ ধরনের মোট ১৬৩টি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। শুধু লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ Omni Retractor (২টি) যন্ত্র সংগ্রহ করা হয়নি। পরিদর্শনের সময় জানা যায় যে, প্রকল্পের ডিপিপি'তে ২টি Omni Retractor সংগ্রহ বাবদ ১৫.০১ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। কিন্তু ৩ বার দরপত্র আহবান সত্ত্বেও দরদাতা কর্তৃক অতি উচ্চ মূল্য প্রস্তাব করায় (প্রায় ৪৫.০০ লক্ষ টাকা) যন্ত্রটি ক্রয় করা সম্ভব হয়নি। লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের সময় দু'পাশের Organ আলাদাভাবে ধরে রাখার কাজে যন্ত্রটি ব্যবহার করা হবে। এ যন্ত্র ব্যতীত অপারেশন করা সম্ভব নয় মর্মে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান। প্রত্যাশী সংস্থা নিজস্ব উদ্যোগে এ যন্ত্রটি সংগ্রহ করবে বলে পরিদর্শনের সময় জানা যায়।

প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহকৃত উপকরণ (এখনও ইনস্টল করা হয়নি)

প্রকল্প পরিচালক হতে জিওবি অর্থের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের দরপত্র সংক্রান্ত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মোট ৫০টি আইটেমের ১৬১টি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করার লক্ষ্যে ৩ বার দরপত্র আহবান করতে হয় (১ম বার কয়েকটি যন্ত্রপাতির দর অতি উচ্চমূল্য হওয়ায় ২য় বার দরপত্র আহবান করা হয় এবং ২য় বারও কিছু যন্ত্রপাতির দর অতি উচ্চমূল্য হওয়ায় ৩য় বার দরপত্র আহবান করা হয়)। ১ম বার ৩১টি আইটেমে মোট ১১৭টি যন্ত্রপাতি, ২য় বারে ১৩টি আইটেমে ৩৩টি যন্ত্রপাতি, ৩য় বারে ৫টি আইটেমে ১১টি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। ১ম বার ২১/০৬/২০১২ তারিখে দ্যা ডেইলি স্টার ও ২৩/০৬/২০১২ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে মূল দরপত্র ২ বার সংশোধন করে ০১/০৮/২০১২ ও ১৭/০৮/২০১২ তারিখে দ্যা ডেইলি স্টার ও দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায়

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ২য় বার ১৩/০২/২০১৩ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক মানবজমিন এবং দ্যা ডেইলি স্টার পত্রিকায় ১২/০২/২০১৩ তারিখে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ৩য় বার ০৮/০৫/২০১৩ তারিখে দৈনিক মানবজমিন ও ০৯/০৫/২০১৩ তারিখে দ্যা ডেইলি স্টার পত্রিকায় দরপত্র প্রকাশিত হয়। দরপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ছিল যথাক্রমে ১মবার ০৩/০৯/২০১২ তারিখ, ২য়বার ১৩/০৩/২০১৩ তারিখ এবং ৩য়বার ০৬/০৬/২০১৩ তারিখ। দরপত্র জমাদানের শেষ তারিখেই দরপত্রগুলো খোলা হয়। ১মবার ২৭টি দরপত্র, ২য়বার ৫৬টি ও ৩য়বার ২৬টি দরপত্র জমা পড়ে। ১মবার ১৭টি রেসপনসিভ, ২য়বার ৩৩টি রেসপনসিভ ও ৩য়বার ১০টি রেসপনসিভ দরপত্র পাওয়া যায়। কার্যবিবরণী/ সিএস তৈরি করা হয় যথাক্রমে- ১৫/০১/২০১৩, ১০/০৪/২০১৩ ও ০৮/০৬/২০১৩ তারিখে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভাপতি ও HOPE (মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর) কর্তৃক দরপত্রের কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হয় যথাক্রমে ১৫/০১/২০১৩, ২৩/০৪/২০১৩ ও ১১/০৬/২০১৩ তারিখে। নোটিফিকেশন এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়- ১ম বার ১৭/০১/২০১৩, ২য়বার ০৬/০৫/২০১৩ ও ৩য়বার ১২/০৬/২০১৩ তারিখে। কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ ১ম বার ১৭/০১/২০১৩ তারিখ, ২য় বার ০৬/০৫/২০১৩ তারিখ ও ৩য় বার ১২/০৬/২০১৩ তারিখ।

প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহকৃত উপকরণ (এখনও ইনস্টল করা হয়নি)

১১.৪ **নির্মাণঃ** প্রকল্পের আওতায় ইব্রাহীম কার্ডিয়াক হাসপাতাল ও রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর ৬ষ্ঠ তলায় লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন ইউনিটের নির্মাণ কাজের জন্য ৩০১.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ সংস্থার নিজস্ব) ডিপিপি সংস্থানের বিপরীতে ৩৫০.১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। পিসিআর পর্যালোচনা ও পরিদর্শনের সময় জানা যায় যে, নির্মাণ কাজের অন্তর্ভুক্ত সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম ও জেনারেটর স্থাপন বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় নির্মাণ কাজে ব্যয় বেশি হয়েছে। নির্মাণ কাজের মধ্যে নিম্নলিখিত কাজগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিলঃ

- লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন ইউনিটের জন্য ২টি অপারেশন থিয়েটার ও ১টি ওয়ার্ড রুম সংস্কার;
- লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন ইউনিটে উন্নতমানের জীবাণু প্রতিরোধক ফ্লোর ম্যাট ও টাইলস্ স্থাপন;
- ভবনের ছাদে সেন্ট্রাল এসির যন্ত্রপাতি স্থাপন;
- পাম্প মটর স্থাপন;
- আইসিইউ-তে রোগীদের যাতায়াতের জন্য র‍্যাম্প তৈরি;
- 500 KVA Generator with ATS & Canopy;
- Fire Detection & Alarm System;
- PABX & Intercom System;
- নার্সদের জন্য কলিং বেল সিস্টেম স্থাপন;
- রোগীদের তথ্যগত সহযোগীতার জন্য সাউন্ড সিস্টেম;
- ফলস্ সিলিং স্থাপন;

নির্মাণাধীন ফলস্ সিলিং

রোগীদের জন্য সরবরাহকৃত বেড

পরিদর্শনের সময় দেখা যায়, নির্মাণ অংশের অন্তর্ভুক্ত কিছু কাজ এখনও সম্পন্ন হয়নি। নির্মাণ কাজের অন্তর্ভুক্ত কাজগুলোর বাস্তবায়ন অবস্থা নিম্নরূপঃ

যে কাজগুলো সম্পন্ন হয়েছেঃ

- আইসিইউ-তে রোগীদের যাতায়াতের জন্য র‍্যাম্প তৈরি করা হয়েছে;
- 500 KVA Generator with ATS & Canopy ক্রয় করে স্থাপন করা হয়েছে;
- Fire Detection & Alarm System স্থাপন করা হয়েছে;
- PABX & Intercom System-এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- নার্সদের জন্য কলিং বেল সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে (রোগীরা বেল টিপলেই নার্সরা নির্দিষ্ট বেডে গিয়ে হাজির হবে, তবে লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন ইউনিটটি চালু না হওয়ায় কলিং বেলের কার্যকারিতা দেখা সম্ভব হয়নি);

ছাদের উপর সেন্ট্রাল এসির ৫টি Air Handling Unit (AHU) স্থাপন করা হয়েছে

যে কাজগুলো এখনও সম্পন্ন করা হয় নিঃ

- লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন ইউনিটের জন্য ২টি অপারেশন থিয়েটার ও ১টি ওয়ার্ড রুম সংস্কার কাজ এবং গ্যাস লাইন সংযোগ ও বৈদ্যুতিক লাইটিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। কিন্তু যন্ত্রপাতিগুলো এখনো স্থাপন করা সম্ভব হয়নি;
- লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন ইউনিটে ফলস্ সিলিং, ফ্লোর ম্যাট ও টাইলস স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে;
- ভবনের ছাদে সেন্ট্রাল এসির ৫টি Air Handling Unit (AHU) স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত AHU-এর সাথে লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন ইউনিটে এসির সংযোগ কাজ চলমান রয়েছে।

- সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনিং-এর পাম্প মটর স্থাপন এখনো সম্পন্ন হয়নি (সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পাম্প মটরের শিপমেন্ট না করায় বর্তমানে নতুন এলসি খুলে যন্ত্রটি সংগ্রহ করা হচ্ছে বলে পরিদর্শনের সময় জানা যায়);
- রোগীদের তথ্যগত সহযোগীতার জন্য সাউন্ড সিস্টেম-এর কাজ চলমান রয়েছে।

সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনিং-এর জন্য ৩টি পাম্প মটর স্থাপনের নির্ধারিত স্থান

১২.০ <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন (প্রাপ্ত পিসিআর-এর ভিত্তিতে):</u>

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) লিভার আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান;	লিভার আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য শাহবাগস্থ ইব্রাহীম কার্ডিয়াক হাসপাতাল ও রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর ৬ষ্ঠ তলায় প্রকল্পের আওতায় ১০,০০০ বঃফুট আয়তন বিশিষ্ট লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন ইউনিট স্থাপনের জন্য বিভিন্ন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে এবং ইউনিটের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। এতে লিভার রোগে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তবে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় যন্ত্রপাতিগুলো স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না ফলে লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন ইউনিট চালু করা সম্ভব হয়নি;
খ) লিভার রোগ ও লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা; এবং	প্রকল্পের আওতায় সচেতনতামূলক ব্যয়সহ কোন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তবে বারডেম তাদের নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে ডায়াবেটিস, লিভার রোগসহ অন্যান্য রোগ সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে আসছে; এবং
গ) লিভার আক্রান্ত ৩০% গরীব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান।	লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন ইউনিটটি চালু না হওয়ায় ৩০% গরীব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানের বিষয়টি শুরু হয়নি। তবে চিকিৎসা পদ্ধতিটি ব্যয়বহুল হওয়ায় ৩০% গরীব রোগীকে বিনামূল্যে সেবা প্রদানের পরিবর্তে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে বারডেম-এর সম্পাদিত MOU অনুযায়ী ভবিষ্যতে লিভার রোগে আক্রান্ত গরীব রোগীদের চিকিৎসা খরচ থেকে ৩০% অর্থ ছাড় দেয়া হবে মর্মে বারডেম কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

১৩.০ <u>উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ</u> বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন ইউনিট স্থাপনের জন্য প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু প্রত্যাশী সংস্থা কিছু নির্মাণ কাজ চলমান থাকায় যন্ত্রপাতিগুলো স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে না বলে লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন ইউনিটটি চালু করা সম্ভব হচ্ছে না।

১৪.০ <u>বাস্তবায়ন সমস্যা/বিশেষ পর্যবেক্ষণঃ</u>

১৪.১ <u>বাংলাদেশে লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের উদ্যোগ এই প্রথমঃ</u> লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন একটি জটিল ও ব্যয়বহুল চিকিৎসা। এ প্রক্রিয়ায় লিভার দাতা ও গ্রহীতা উভয় ব্যক্তিকে পাশাপাশি ২টি অপারেশন থিয়েটারে একত্রে অপারেশন করতে হবে। এতে প্রায় ১৮ থেকে ২০ ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন হয়। পরিদর্শনের সময় জানা যায় যে, বারডেমই বাংলাদেশে লিভার

ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের উদ্যোগ প্রথম গ্রহণ করেছে। লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন ইউনিটটি চালু হলে ৩০ থেকে ৩৫ লক্ষ টাকার মধ্যে লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, বারডেম-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও চিকিৎসকরা জানিয়েছেন প্রতিবেশী দেশ ভারতে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে প্রায় ৮০ থেকে ৯০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হয়;

১৪.২ **প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না হওয়াঃ** প্রকল্পটি জুন, ২০১৩ এ সমাপ্ত হলেও ০২/১২/২০১৪ তারিখে প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের সময় দেখা যায় যে, প্রকল্পের নির্মাণ কাজের অন্তর্ভুক্ত নিম্নলিখিত কাজগুলো এখনও সম্পন্ন হয়নিঃ

ক) যন্ত্রপাতিগুলো এখনো স্থাপন করা হয়নি;

খ) সেন্ট্রাল এসি চালু করা হয়নি;

গ) পাম্প মটর স্থাপন করা হয়নি;

ঘ) ফলস্ সিলিং, ফ্লোর ম্যাট ও টাইলস্ স্থাপন করা সম্পন্ন হয়নি।

ঙ) সাউন্ড সিস্টেম চালু করা সম্ভব হয়নি।

পরিদর্শনের সময় নির্মাণ কাজ খুব শীঘ্রই সম্পন্ন হওয়ার সুস্পষ্ট কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়নি। উল্লেখ্য, প্রকল্পের জিওবি অংশের আওতায় সকল কাজ সম্পন্ন করা হলেও অদ্যাবধি সংস্থার নিজস্ব অর্থের আওতাভুক্ত কাজগুলো এখনও সম্পন্ন হয়নি।

১৪.৩ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত না হওয়াঃ** প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না;

১৪.৪ **Omni Retractor যন্ত্র ক্রয় না করাঃ** লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র হচ্ছে Omni Retractor. এটি লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের সময় লিভারের দুই পাশের Organ গুলো ধরে রাখার কাজে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু দরপত্রে দরদাতাগণ কর্তৃক যন্ত্রটির প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা তিনগুণ বেশি দর প্রস্তাব করায় যন্ত্রটি ক্রয় করা সম্ভব হয়নি। তবে লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন ইউনিটটি চালু হওয়ার সময় প্রত্যাশী সংস্থা নিজস্ব অর্থায়নে Omni Retractor যন্ত্রটি ক্রয় করবে বলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছে; এবং

১৪.৫ **বিলম্বে পিসিআর প্রেরণঃ** আইএমইডি'র ২৯/০৩/২০০৬ তারিখের আইএমইডি/সমন্বয়-৩/৬(৩)/২০০৪/১৬২ নং পরিপত্রের ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর ৩ মাস ১৫ দিনের মধ্যে পিসিআর প্রেরণের নির্দেশনা রয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পটি জুন, ২০১৩'তে সমাপ্ত হলেও প্রকল্পটির পিসিআর আইএমইডি'তে পাওয়া যায় ০৯/১১/২০১৪ তারিখে অর্থাৎ প্রকল্প সমাপ্তির প্রায় ১৬ মাস পর।

১৫.০ **সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ**

১৫.১ প্রকল্প সমাপ্তির পর ১৭ মাস অতিক্রান্ত হলেও প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে না পারা মোটেই কাম্য নয়। যে কোন প্রকল্পের প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রকল্পের সমূদয় কাজ সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা অত্যাবশ্যক। বর্ণিত প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সম্পন্নের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করে তা আইএমইডি'কে অবহিত করবে (অনুচ্ছেদ: ১৪.২ (ঘ-ঙ));

১৫.২ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ অতি দ্রুত সম্পন্ন করে প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত সকল যন্ত্রপাতি স্থাপন করে লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন ইউনিটটি দ্রুত চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে (অনুচ্ছেদ: ১৪.২ (ক));

১৫.৩ লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঙসহর জবঃৎধপঃড়ৎ যন্ত্রটি প্রত্যাশী সংস্থা কর্তৃক ক্রয়ের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে নিশ্চিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ: ১৪.৪);

১৫.৪ লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্টেশনের মত একটি জটিল রোগের চিকিৎসার উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কিন্তু এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় অনেকের পক্ষে এ চিকিৎসা গ্রহণ সম্ভব হবে না। কাজেই মানুষ যাতে এ ধরনের রোগে আক্রান্ত না হয় সেজন্য বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে;

১৫.৫ প্রকল্পটির External Audit সম্পন্ন করতে হবে;

১৫.৬ বিলম্বে পিসিআর প্রেরণ অনাকাংখিত। কোন প্রকল্প সমাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবশ্যই প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে পিসিআর আইএমইডি'তে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে; এবং

১৫.৭ ১৫.১-১৫.৫ পর্যন্ত গৃহীত ব্যবস্থা আইএমইডি'কে জানাতে হবে।

"Implementation of UN Convention on the Rights of Persons with Disablities (UNCRPD)" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৩)

১.০ প্রকল্পের অবস্থান : মাদারীপুর এবং নেত্রকোনা

২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : সমাজসেবা অধিদপ্তর

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট জিওবি (প্রঃসাঃ)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল মোট জিওবি (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট জিওবি (প্রঃসাঃ)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১৫২.৫৫ ১৫২.৫৫ (১৫২.৫৫)	-	১৫২.৫৫ ১৫২.৫৫ (১৫২.৫৫)	জানুয়ারী, ২০১২ হতে জুন, ২০১৩	-	জানুয়ারী, ২০১২ হতে জুন, ২০১৩	-	-

৫.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	Local Personnel Cost	জনমাস	৩১.২৫	৩৬	৩৮.৪৫	১০০%
২	Travel Cost	--	২.০০	থোক		
৩	Local short term expert	জনমাস	৫.২০	২		
৪	Baseline & End Review	সংখ্যা	১৫.৫৯	১+১	১৫.৫৯	২ (১০০%)
৫	প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সভা আহ্বান	সংখ্যা	১১.৪৩	২০৬	১১.৪৩	২০৬ (১০০%)
৬	এ্যাওয়ারনেস এন্ড নেটওয়ার্কিং	--	১০.৩৯	থোক	১০.৩৯	১০০%
৭	Appraisal Mission & Concept Writing	--	৩০.৯৫	থোক	৩০.৯৫	১০০%
৮	Equipments & Materials	--	৪.১৬	থোক	৪.১৬	১০০%
৯	Other Operational & Administrative Cost	--	৪১.৫৮	থোক	৪১.৫৬৫	৯৯.৯৬%
	সর্বমোটঃ		**১৫২.৫৫**	**১০০%**	**১৫২.৫৩৫ (১০০%)**	**১০০%**

৬.০ কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণঃ প্রযোজ্য নয়।

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৭.১ পটভূমিঃ

বিশ্ব জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ প্রতিবন্ধী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় প্রতি ১০ জনের মধ্যে একজন প্রতিবন্ধী। বিভিন্ন সূত্রমতে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীর হার সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় ৫.৬%। গ্রামাঞ্চলে যেখানে প্রতিবন্ধীদের হার ৬% এর উর্ধ্বে সেখানে শহর এলাকায় এ হার প্রায় ৪.২%। সমাজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সবচেয়ে অবহেলিত জীবন যাপন করে। এদের অধিকাংশই শিক্ষার আলো হতে বঞ্চিত এবং এদের অধিকাংশই সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর জনগণের চেয়ে কম আয় করে। অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া এ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ সরকার UN Convention on Rights of Persons with Disability (UNCRPD) স্বাক্ষর ও অনুমোদন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিদ্যমান জেলা প্রতিবন্ধী কল্যাণ কমিটির প্রতিনিধিসহ জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ব্যক্তিবর্গকে প্রতিবন্ধীদের অধিকারের বিষয়ে সম্যক ও স্বচ্ছ ধারণা প্রদান ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.২ সামগ্রিক উদ্দেশ্যঃ

(ক) দুটি পাইলট জেলায় (নেত্রকোনা ও মাদারীপুর) সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের অধিকার সুরক্ষা; এবং

(খ) প্রতিবন্ধীদের প্রতি সাধারণ জনগণের নেতিবাচক ধারণা হ্রাস এবং প্রতিবন্ধীদের অধিকারের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৮.০ প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থাঃ

প্রকল্পটির উপর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে গত ২২/০১/২০১২ তারিখে ডিএসপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডিএসপিইসি সভার সুপারিশের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জার্মান সরকার-এর অর্থায়নে ১৫২.৫৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জানুয়ারী, ২০১২ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত বাস্তবায়ন মেয়াদে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ২৪-০১-২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়।

৯.০ প্রকল্পের অর্থায়ন:

আলোচ্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি সম্পূর্ণভাবে GIZ এর আর্থিক অনুদানে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫২.৫৫ লক্ষ টাকার সম্পূর্ণ অংশই GIZ এর অনুদান।

১০.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন (প্রাপ্ত পিসিআর এর ভিত্তিতে):

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
(ক) দুটি পাইলট জেলায় (যথা নেত্রকোনা ও মাদারীপুর) সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের অধিকার সুরক্ষা	প্রকল্পের আওতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারের বিষয়ে মাদারীপুর ও নেত্রকোনা জেলায় প্রতিবন্ধী কমিটি'র সদস্যদের নিয়ে ৫টি এবং জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে ৯টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে ২৪টি এবং ৩টি পৌরসভায় ১৫টি ও ৫২টি ইউনিয়নে মোট ১৫৯টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। বর্ণিত কর্মশালাসমূহ আয়োজনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের অধিকার সুরক্ষার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে যা প্রতিবন্ধীদের অধিকার সুরক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।
(খ) প্রতিবন্ধীদের প্রতি সাধারণ জনগণের নেতিবাচক ধারণা হ্রাস এবং প্রতিবন্ধীদের অধিকারের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা	প্রকল্পের আওতায় মাদারীপুর ও নেত্রকোনা জেলায় জেলা, উপজেলা, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে মোট ৪৫১২ জন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/কর্মকর্তাকে কর্মশালা/সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের অধিকার সম্পর্কে অবগত করা হয়েছে। এতে প্রতিবন্ধীদের অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জনগণের নেতিবাচক ধারণা হ্রাস পেয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১১.০ উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণঃ প্রযোজ্য নয়।

১২.০ <u>প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ</u>

প্রকল্পের শুরু থেকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী প্রধান পর্যায়ের নিম্নোক্ত একজন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেনঃ

ক্রঃনং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	যোগদানের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ
০১	মোহাম্মদ নাজমুল আহসান সিনিয়র সহকারী প্রধান, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	২২/০১/২০১২	৩০/০৬/২০১৩

১৩.০ <u>প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত মূল কার্যক্রমসমূহঃ</u>

১৩.১ <u>কর্মশালা/সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি</u>: বিভিন্ন কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি আলোচ্য প্রকল্পের মূল কার্যক্রম । প্রকল্পের আওতাভুক্ত ২টি জেলার (নেত্রকোনা ও মাদারীপুর) উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষণ ও পরিবীক্ষণের জন্য দেশের প্রতি জেলায় জেলা প্রতিবন্ধী কল্যাণ কমিটি গঠন করা আছে। জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে গঠিত এ কমিটিতে সিভিল সার্জন, ২জন এনজিও প্রতিনিধি, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, গণপূর্ত অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলী ও জেলা তথ্য কর্মকর্তা, বাস মালিক সমিতির প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক সদস্য-সচিব হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত এসকল কর্মশালা/সেমিনারের মাধ্যমে পাইলট ভিত্তিতে ২টি জেলার (নেত্রকোনা ও মাদারীপুর) জেলা প্রতিবন্ধী কমিটির সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা/ব্যক্তিবর্গকে প্রতিবন্ধীদের অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হয়েছে। জেলা প্রতিবন্ধী কল্যাণ কমিটির সদস্যদের সমন্বয়ে উভয় জেলার জেলা সদর পর্যায়ে ৫টি কর্মশালা/সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। এসকল কর্মশালায় UN Convention on the Rights of the Persons with Disabilities (UNCRPD) এর আলোকে প্রতিবন্ধীদের অধিকার বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা প্রদান করা হয়। উভয় জেলায় জেলা সদর পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, সিভিল সার্জন, গণপূর্ত অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলী, জেলা তথ্য কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে মোট ৯টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় নেত্রকোনা জেলার ৩টি উপজেলা এবং মাদারীপুর জেলার ২টি উপজেলায় মোট ২৪টি কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে UNCRPD এর বিষয়ে ধারণা প্রাদন করা হয়। নেত্রকোনা জেলার ২টি পৌরসভা এবং মাদারীপুর জেলার ১টি পৌরসভায় প্রতিবন্ধীদের অধিকার সুরক্ষা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে ১৫টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও ২টি জেলার মোট ৫২টি ইউনিয়নে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে মোট ১৫৯ টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

১৩.২ <u>বেইজলাইন এবং সমাপ্তি সমীক্ষাঃ</u> প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ব্যক্তিবর্গের প্রতিবন্ধীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার পরিবর্তন পরিমাপের জন্য প্রকল্পের আওতায় একটি বেইজ-লাইন এবং একটি সমাপ্তি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ব্যক্তিবর্গের প্রতিবন্ধীদের অধিকার সম্পর্কে ধারণা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৩.৩ <u>প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ:</u> প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পভুক্ত ২টি জেলায় অবস্থিত প্রতিবন্ধীদের চিহ্নিতকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

১৪.০ <u>প্রকল্প পরিদর্শনঃ</u>

<u>নেত্রকোনা সদরঃ</u> প্রকল্পের আওতায় নেত্রকোনা জেলার নেত্রকোনা সদর, বারহাট্টা ও দূর্গাপুর উপজেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম আইএমইডি'র সহকারী পরিচালক মোঃ সাব্বিরুল হক কর্তৃক গত ১৬/০৯/২০১৩ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী এনজিও 'স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি' এর প্রজেক্ট ম্যানেজার জনাব কোহিনূর বেগম এবং প্রকল্পের পরামর্শক জনাব সাইফুজ্জামানসহ প্রকল্পের নিম্নবর্ণিত সুবিধাভোগীগণ উপস্থিত ছিলেনঃ

	ক্রঃ নং	নাম	ফোন
নেত্রকোনা সদর উপজেলা	০১	নিগার সুলতানা	০১৭১১১১৩৪১৬
	০২	শাহনাজ পারভিন	০১৭১৬৬৫৯২৯১
	০৩	আজহারুল ইসলাম মাসুদ	০১৭১৮৭৫৩০৬২
	০৪	কামরুন নাহার লিপি	০১৭২৯৩০০৪৭২
	০৫	শংকর সেন	০১৭১৭৩৩৮৫৯৯

	০৬	এসএম মহসিন আলম	০১৭১৬২২৩৭৩৩
দুর্গাপুর উপজেলা	০১	মোঃ রঞ্জন হোসাইন	০১৭১২১৩৮৪৯১
	০২	মোঃ শহীদুল ইসলাম	০১৮১৩৮২১৬৮৮
	০৩	আব্দুল্লাহ হক	০১৭১৪৯২০৩২৭
	০৪	সোনাত সাহা	০১৭১০৮৯৩৪৮০
	০৫	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	০১৭২১৬৪৮০৪৯
বারহাট্টা উপজেলা	০১	মোঃ হারুন অর রশিদ	০১৭১৬৬৬৮০৩৯
	০২	শাপলা আখতার খাতুন	০১৭৪৫২২১৬৭৮
	০৩	রঞ্জু রানী পাল	০১৭১১০৭৬৭৮৭
	০৪	আলেয়া	০১৯২২০৪০১০৬
	০৫	আমিনুল ইসলাম রিজভী	০১৭১৬৯৪০৯২১

পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মশালা/কমিউনিটি সভায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে প্রতিবন্ধীদের অধিকার সম্পর্কিত ধারণা প্রদানসহ প্রতিবন্ধীদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরীর লক্ষ্যে Sensitize করা হয়েছে। উপস্থিত সুবিধাভোগীদের নিকট জানা যায় যে, কর্মশালায় প্রতিবন্ধীদর জন্য বিশেষ শিক্ষা পদ্ধতি, স্বাস্থ্য সেবা ও সমাজসেবামূলক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এছাড়া, সরকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে ৫% প্রতিবন্ধী কোটার সংস্থানের বিষয়ে অবহিত করা হয়। তারা জানান যে, আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে আয়োজিত কর্মশালা ও সভায় লব্ধ ধারণা ও জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তারা তাদের বাস্তব-জীবন ও কর্মজীবনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনে সহায়তা করতে সক্ষম হচ্ছেন। তবে সরকারি/বেসরকারি কোন কোন প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান করা হয় অনেকেই সে সম্পর্কে অবগত নন মর্মে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয়।

১৫.০ বিশেষ পর্যবেক্ষণঃ

১৫.১ UNCRPD এর বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানসহ পর্যাপ্ত মানের জীবন যাপনের অধিকার রয়েছে। UNCRPD এর অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধীদের জীবন-মানের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানসহ নানামুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রাপ্তিতে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিকভাবে ২টি জেলায় পাইলট ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সচেতনতা বর্ধন ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। প্রতিবন্ধীদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পরিবর্তন করে সমাজের সর্বস্তরে প্রতিবন্ধীদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গঠনের লক্ষ্যে সচেতনতা বর্ধনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা প্রয়োজন। আলোচ্য প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় দেশের অন্যান্য জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে আলোচ্য প্রকল্পের অনুরূপ কার্যক্রম গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে দেশের অন্যান্য জেলার জনগণের মধ্যে প্রতিবন্ধীদের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব গঠন করা সম্ভব।

১৫.২ বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় নেত্রকোনা ও মাদারিপুর জেলায় প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত অপর এক কার্যক্রমের আওতায় সমগ্র দেশব্যপী প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ জরীপ সম্পাদন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আলোচ্য প্রকল্প এবং পৃথকভাবে গৃহীত কার্যক্রমের আওতায় সনাক্তকৃত/চিহ্নিত প্রতিবন্ধীদের কেইস-স্টাডি সম্বলিত একটি ওয়েবভিত্তিক ডাটাবেইজ/নেটওয়ার্ক গঠন করা হলে সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা প্রদান/অধিকার সুরক্ষা কার্যক্রম আরও সমন্বিত ও পরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

১৫.৩ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা ও সহায়তা প্রদানসহ তাদের অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তর, প্রতিবন্ধী সেবা ও সহায়তা কেন্দ্রসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত এ সকল সেবাসমূহের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অনেক ব্যক্তিই অবগত নন মর্মে পরিদর্শকালে প্রতীয়মান হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সম্পর্কে ধারণা প্রদানের পাশাপাশি তাদের অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে ধারণা প্রদানেরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

১৬.০ সমস্যাঃ

সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচীর মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যপী প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ জরীপ কার্যক্রমের আওতায় মাঠ পর্যায়ে প্রাথমিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে যা বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। তবে একই কার্যক্রম (প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ) আলোচ্য প্রকল্পের আওতায়ও নেত্রকোনা ও মাদারীপুর জেলায় সম্পাদন করা হয়েছে। অর্থাৎ ২টি জেলার জন্য একই কার্যক্রম প্রকল্প ও কর্মসূচীর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী সনাক্তকরণ

জরীপ সম্পাদনের ক্ষেত্রে বর্ণিত পৃথকভাবে সম্পাদিত কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে বর্ণিত ২টি জেলায় দ্বৈততা পরিহার করা সমীচীন ছিল।

১৭.০ <u>সুপারিশ/দিক-নির্দেশনাঃ</u>

১৭.১ সমগ্র দেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গঠনের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পের কার্যক্রমের অনুরূপ কার্যক্রম অন্যান্য জেলায় বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;

১৭.২ আলোচ্য প্রকল্পসহ অন্য কার্যক্রমের আওতায় সনাক্তকৃত/চিহ্নিত প্রতিবন্ধীদের কেইস-স্টাডি সম্বলিত একটি ওয়েবভিত্তিক ডাটাবেইজ/নেটওয়ার্ক স্থাপন করা যেতে পারে;

১৭.৩ ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে একই প্রকল্প এলাকায় একই জাতীয় কার্যক্রমের দ্বৈততা পরিহারের ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকা সমীচীন হবে;

১৭.৪ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সম্পর্কে এবং এ বিষয়ে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান এবং এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব প্রদানের জন্য টেলিফোন ও মোবাইলের মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে হেল্পলাইন চালু করা যেতে পারে।